বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছর ২০২৩-২০২৪

উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম

কারিগরি সহায়তায়ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম ।

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার, চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ, ভাইস চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
জনাব জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

সম্পাদনায়ঃ

জনাব সিব্বির আহমেদ
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশনা কমিটিঃ

জনাব সিব্বির আহমেদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
জনাব আসিফ ইকবাল রাজিব, উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ আজমল আবছার, সহকারী প্রোগ্রামার (আইসিটি), ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ নুরুন্নবী সরকার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

কারিগরী সহোযোগীতায়ঃ

জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম
উপজেলা ডেভলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর
উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)
স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

গ্রন্থস্বত্বঃ

উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশকালঃ নভেম্বর-২০২৩

বাণী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রচলন বহু বছর পূর্ব থেকে প্রচলিত থাকলেও উপজেলা পরিষদের ইতিহাস বেশি পুরাতন নয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে ১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। ১৯৮৫ সালে প্রথম এবং ১৯৯০ সালে ২য় মেয়াদে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন হলেও ১৯৯১ সালে তৎকালীণ সরকার এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ পদ্ধতি বাতিল করে দিয়ে গ্রাম বাংলার উন্নয়নকে জনগণের অংশিদারিত্ব থেকে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে ।

১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন প্রণীত হলেও উক্ত সময়ে উপজেলা পরিষদের নির্বাচন হয়নি। দীর্ঘ সময় পর বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার উপজেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮ রহিত করে স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ) অধ্যাদেশ ২০০৮ জারির মাধ্যমে উপজেলা পদ্ধতি পূনঃপ্রচলন করে। ২০০৯ সালে বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং প্রায় একই সময়ে উপজেলা পরিষদ (রহিত পূনঃপ্রচলন ও সংশোধন) আইন, ১৯৯৮ পাশ ও জারি করা হয় এবং পরিষদকে অধিকতর কার্যকর করতে ২০১১ সালে উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন পাশ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে অনেক ধন্যবাদ।

সু-শাসন, স্বচ্চতা, জবাবদিহিতা প্রতিটি কাজে প্রতিটি মানুষের দাবী। সকল কাজ ও প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা, কর্মপদ্ধতি সুচিন্তিত হলে এবং তা যদি সৎ, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ও জনপ্রতিনিধি দ্বারা তৈরি করা ও বাস্তবায়িত হয়, তাহলে অবশ্যই সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কাজের দক্ষতা থাকবে, থাকবে জবাবদিহিতা ।

আমাদের এই দেশ এশটি উন্নয়নশীল দেশ। আমাদের সম্পদ সীমিত কিন্তু মানব সম্পদ অধিক তাই কোন পরিকল্পনা ছাড়া যত্রতত্র অর্থ ব্যয় করে কোন কাজ করলে আমরা কোন দিনই উন্নতির শিখরে আরোহন করতে পারবোনা। তাই বর্তমান সরকার বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামকে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগাতে প্রতিটি উপজেলায় জনসাধারণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা বার্ষিকী কর্মকান্ড পরিচালনা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রনয়ণের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সর্বস্তরের জগনের সমন্বয়ে স্মাট বাংলাদেশ বিনির্মানে ২০২৩-২০২৪ খ্রি. বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়।

আমি একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই প্রত্যাশা করি যেন ফুলবাড়ী উপজেলার প্রতিটি মানুষ উন্নয়নের ছোঁয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। আমরা হয়তো জনগণের সব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবনা। কিন্তু চেষ্টা করতে হবে একটু দায়মুক্ত হতে পারি কিনা। জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসন যদি একত্রিত হয়ে কাজ করে তাহলে আমার মনে হয় আমরা আমাদের লক্ষ্য পৌছতে পারব।

তাই ফুলবাড়ী উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন এই কর্ম পরিকল্পনার সুফল ভোগ করতে পারে সে জন্য আমি বর্তমান সরকারের আন্তরিকতার হাতকে আর ও সম্প্রসারিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ফুলবাড়ী উপজেলার প্রতিটি মানুষ সুখে ও শান্তিতে থাকুক এই আমার একমাত্র প্রত্যাশা।

(মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কড়িগ্রাম।

সম্পাদকীয়

টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অ্রীব গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এতদসংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের বিকল্প নেই। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অবকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ফুলবাড়ী উপজেলার অবস্থান অনেক পিছনে। আগামী এক বছরে এ সকল ক্ষেত্রে কাম্যমান অর্জনের মাধ্যমে ফুলবাড়ী উপজেলাকে সুখী, সমৃদ্ধশালী, দারিদ্রমুক্ত, শিক্ষিত, আনুষ্ঠানিক উপজেলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষে উপজেলা পরিষদ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনঅংশগ্রহণ বর্তমান সময়ের একটি আলোকিত বিষয়। বাংলাদেশের সংবিধানে তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্থানীয় সরকারকে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এবং সাথে জনগণের অংশগ্রহনে গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ বা মতামত প্রদানের বিষয়টি অবশ্যই খুবই ইতিবাচক ও যুগপযোগী। এর মাধ্যমে স্থানীয় উপকারভোগীরা কার্যক্রমটিকে একান্ত নিজের মনে করতে পারে এবং সুষ্ঠভাবে প্রকল্প বা কাজটি বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছায় অবদান রাখে।

ফুলবাড়ী উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনঅংশগ্রহণে তথা জনগণের মতামতের বিষয়টিকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিগত বছর সমুহে রাজস্ব উন্নয়ন খাতে প্রাপ্তির ধারবাহিকতায় ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য প্রাপ্তির বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে টেকশসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র লক্ষ্য সমুহ অর্জনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

আশা করা যায় ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ আগামী এক বছরে দলমত নির্বিশেষে সকলের জন্য উন্নয়নে অশেষ অবদান রাখবে।

(সিব্বির আহমেদ)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

সূচিপত্র

ক্রমিক	অধ্যায়/বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়ঃ আর্থ-সামাজিক তথ্য- উপজেলা পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্রসহ ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহ্যগত বিবরণী)		
১.১	ভূমিকা	১
১.২	ফুলবাড়ী উপজেলার নামকরন	১
১.৩	ফুলবাড়ী উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১
১.৪	প্রাচীন কীতি:	২
১.৫	ভাষা ও সংস্কৃতি	২
১.৬	মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ী	২-৮
১.৭	উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত	৮
১.৮	ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা:	৯
১.৯	উপজেলা পরিষদ এর মৌলিক তথ্য	৯-১৩
১.১০	বিভাগ ভিত্তিক তথ্য	১৪-২১
১.১১	উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা।	২১
১.১২	উপজেলার মানচিত্র	২২
দ্বিতীয় অধ্যায়: পরিস্থিতি বিশ্লেষন স্বারণী		
২.১	পরিস্থিতি বিশ্লেষন	২৩
২.২	বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষন	২৩-২৭
তৃতীয় অধ্যায়: রূপকল্প ও বাজেট বিবরণী		
৩.১	২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রূপকল্প	২৮
৩.২	উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)	২৮-৩১
চতুর্থ অধ্যায়: বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য		
৪.১	পরিকল্পনা কি	৩২
৪.২	উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ	৩২
৪.২.১	জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ	৩২
৪.২.২	খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা	৩২
৪.২.৩	উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ	৩২
৪.২.৪	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি	৩৩
৪.২.৫	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ	৩৩
৪.৩	পরিকল্পনার ফরম্যাট	৩৪
পঞ্চম অধ্যায়: প্রকল্প সারসংক্ষেপ		
৫.১	উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর	৩৫-৩৬
৫.২	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	৩৭-৪৪
ষষ্ঠ অধ্যায়: মূল্যায়ন ও তথ্যচিত্র		
৬.১	প্রকল্প/স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি	৪৫
৬.২	সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি	৪৫
৬.৩	পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবিসহ মোবাইল নং ইমেল আইডিসহ ছবি	৪৬
৬.৪	উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবিসহ মোবাইল নম্বর	৪৭
৬.৫	১৭টি কমিটি সদস্যদের তালিকা	৪৭-৪৯
সপ্তম অধ্যায়: সংযুক্তি (বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী (২০২৩-২০২৪)		
৮.১	উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী	৫০-৫৬

প্রথম অধ্যায়

(আর্থ-সামাজিক তথ্য- উপজেলা পরিষদ এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (মানচিত্রসহ ভৌগলিক, প্রাকৃতিক, ঐতিহ্যগত বিবরণী)

১.১ ভূমিকা

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় ও গুরুত্বপূর্ণ স্তরের স্থানীয় সরকার। উপজেলা পরিষদ আইনে ১৯৯৮ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১১) পঞ্চবার্ষিক ও মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে অন্যতম কাজ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর তালিকায় পঞ্চবার্ষিক ও বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রথম স্থানে রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে স্থানীয় সরকার তথা উপজেলা পরিষদের ভূমিকা ইতোমধ্যে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। পরিকল্পনা ছাড়া কোন জাতি, দেশ বা সমাজ উন্নতির শিখরে অগ্রসর হতে পারেনা। পরিকল্পনা প্রণয়নে জাতীয় বা দেশ ভিত্তিক ফলাফল অর্জনের দিকে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং নিম্ন থেকে উর্ধ্বমূখী পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি ও কর্মসূচীর অংশ হিসেবে স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধীকার ভিত্তিতে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের ভিশন-২০৪১, এসডিজি এবং উপজেলা পরিষদের সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার জনগণের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করে। উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ তাদের আগামী এক বছরের জন্য যেসমস্ত কর্মসূচী গ্রহন করবে তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে এই পরিকল্পনায়। পরিকল্পনাটি আগামী ২০২৩-২০২৪ মেয়াদে উপজেলা পরিষদের উন্নয়নের সিড়ি হিসাবে কাজ করবে; যা সময়পোযোগী কর্মসূচী গ্রহনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

১.২ ফুলবাড়ী উপজেলার নামকরন

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের কুড়িগ্রাম জেলার আওতাধীন ফুলবাড়ী উপজেলা। এ- উপজেলার ইতিহাস আছে,ঐতিহ্য আছে,আছে নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট। ধরলা নদী পরিবেষ্ঠিত সীমান্ড় উপজেলা ফুলবাড়ী। ফুলবাড়ী উপজেলা এক সময় কোচবিহার মহারাজা শ্রী জগদ্বীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুরের পূর্বভাগ চাকলার অন্তর্গত ছিল। মহারাজা ১৩২০ বঙ্গাব্দে(১৯১৩খৃঃ) পূর্বভাগ চাকলা পরিদর্শনে আসার পথে ধরলা নদীর উভয়তীরে কাঁশবন ও কাঁশফুল দেখে মুগ্ধ হয়ে এর নামকরন করেন ফুলবাড়ী।

অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায় যে, ধরলা নদীর পূর্বপাড়ে গোটা পূর্বভাগ পরগনা বা চাকলা ছিল ফুলে ফুলে ঘেরা। পথের দু'ধারে জঙ্গলে, ঝোপ ঝাড়ে, বাড়ীর আঙ্গিনায় ছিল অসংখ্য ফুল। অসংখ্য বুনো ফুলের মৌ মৌ গন্ধে মনপ্রান ভরে যেত। ফুরবাড়ী থানার মধ্য দিয়ে এককালে প্রবাহিত হত নীলকুমার নদী, নদীর দু'কুলেও ছিল অসংখ্য ফুলের সমারহ। ফুলবাড়ী জমিদারের কাছারী বাড়ীর সামনেও ছিল এক বিশাল ফুলের বাগান, সেখানে ছিল বিভিন্ন ফুলের সমাহার। এই ফুলপ্রীতি ও ফুলের সমারোহ থেকে এ থানার নামকরণ হয় ফুলবাড়ী।

কোচ রাজ্যের অধীন ৬টি পরগনা বা চাকলার অন্যতম ছিল পূর্বভাগ পরগনা। প্রাচীন কালের পূর্বভাগ পরগনা বর্তমানে কুড়িগ্রাম জেলার অন্যতম থানা ফুলবাড়ী। এই পরগনার অবস্থান ধরলা নদীর অপর পাড়ে হওয়ায় মোঘল সেনাপতিরা অনেকবার এই পূর্বভাগ পরগনা দখল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে ১৭১১ সালে পূর্বভাগ মোঘলদের দ্বারা বিজিত হয়। কিন্তু করদানের চুক্তিতে কোচ রাজা পূর্বভাগ পরগনাকে নিজ অধিকারে রাখেন।কার্যত পূর্বভাগ পরগনা থেকে যায় অর্ধস্বাধীন করদ-মিত্র পরগনা রূপে।

পূর্বভাগ পরগনার সর্বশেষ জমিদার কে ছিলেন তা আজ আর সঠিক ভাবে জানা যায় না তবে ফুলবাড়ী কাছারী বাড়ী আজও তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তাঁর কাছারী বাড়ীর সামনেও একটি মনোরম ফুলের বাগান ছিল। এই বিলুপ্ত প্রায় বাগানের কিছু ফুলগাছের নমুনা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কামিনি ও গৌরী চাঁপার প্রাচীন গাছ গুলি কালের স্বাক্ষী হিসাবে এখনও বাতাসে গন্ধ ছড়িয়ে জানিয়ে দিচেছ যে আমার নাম “ফুলবাড়ী”। পরবর্তীতে বৃটিশ শাসনামলে ০৬ মে ১৯১৪ সালের সরকারী গেজেট নোটিফিকেশনে ফুলবাড়ী থানা প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখনও ফুলবাড়ী ডাকঘরটি পূর্বভাগ নামেই পরিচিত।

প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কার্যক্রমের আওতায় বিদ্যমান পুলিশি থানা ব্যবস্থাকে মান উন্নীত থানা হিসেবে প্রশাসনেরকার্যক্রম শুরু হয় ০৭ নভেম্বর ১৯৮২-তে। ঐদিন ৪৫টি থানা উন্নীত থানা হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। Lord Warren Hastings ১৭৭৪ এর ০৯ এপ্রিল থানা নামক যে প্রতিষ্ঠান চালু করেন ২০৮ বছর পর ১৯৮৩ সালে ২রা জুলাই উপজেলা নামে কার্যক্রম শুরু করে।

১.৩ ফুলবাড়ী উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি

ভৌগলিক অবস্থান ঃ ফুলবাড়ী উপজেলা কুড়িগ্রাম জেলা সদর থেকে ৪১ কিঃ মিঃ উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এ উপজেলা ২৫.৩২° হতে ২৬.০৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৯.২৮° হতে ৮৯.৪০° পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত।

উপজেলার আয়তন ঃ ১৫৬.৪০ বর্গ কিঃ মিঃ।

সীমানা ঃ ফুলবাড়ীর উত্তরে- ভারতের কোচ-বিহার, দক্ষিনে- কুড়িগ্রাম সদর ও রাজারহাট, পূর্বে- নাগেশ্বরী এবং পশ্চিমে- লালমনিরহাট সদর উপজেলা।

আবহাওয়া ঃ ফুলবাড়ী নাতিশীতোষ্ণ এলাকা হিসাবে পরিগণিত, তা সত্ত্বেও এখানে ঋতুভেদে প্রচন্ড গরম এবং প্রচন্ড শীত অনুভূত হয়।

ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীঃ ফুলবাড়ী উপজেলা দুই ধরনের ভূ-প্রকৃতিক অঞ্চল নিয়ে গঠিত- পুরাতন ধরলা পলল ভূমি ও নব্য ধরলা পলল ভূমি। উপজেলার দক্ষিন দিয়ে প্রবাহিত ধরলা ও নীলকমল নদি উপজেলাকে করেছে সবুজ সুফলা।

প্রশাসন ঃ ১৯৮৩ সালে ফুলবাড়ী থানাকে উপজেলায় রূপান্তরিত করা হয়।

সংসদীয় এলাকা ঃ নির্বাচনী এলাকা-২৬-কুড়িগ্রাম-২ (ফুলবাড়ী, রাজারহাট ও কুড়িগ্রাম সদর)

লোকসংখ্যা ও পেশা ঃ ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ১,৬০,২৫০ জন মানুষের বসবাস। এর মধ্যে-৮১,৬৮২ জন নারী ও ৭৮৫৬৮ জন পুরুষ। উপজেলার মানুষ স্বভাব প্রকৃতিগত দিক থেকেই বেশ সহজ সরল প্রকৃতির। জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী, মজুর ও শ্রমিক হলেও কিছু ক্ষুদ্র, মাঝারী ও বড় ব্যবসায়ী সহ শিল্পপতিও রয়েছে। বর্তমানে অনেকেই বিভিন্ন রখম ব্যবসা বানিজ্য, চাকুরী ও শিল্প কারখানায় জড়িত।

১.৪ প্রাচীন কীর্তি:

নাওডাঙ্গা জমিদার বাড়ীঃ কালের সাক্ষী নাওডাঙ্গা জমিদার বাড়ী। অবিভক্ত ভারতবর্ষে নাওডাঙ্গার পরগনার জমিদার বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু প্রমাদা রঞ্জন বকসী এটি নির্মান করেন। ফুলবাড়ী উপজেলায় গিয়ে যে কোন অটোগাড়ী, বা রিক্সায় চড়ে নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন আসতে হবে।

ফুলসাগর লেকঃ ফুলসাগর লেকটি ফুলবাড়ি উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত। ৩৭ একর জমির উপর লেকটি অবস্থিত।ফুলবাড়ী উপজেলা হতে যে কোন অটোগাড়ী, বা রিক্সায় চড়ে যাওয়া যায়। এটি উপজেলা হতে মাত্র সাতশত গজ দূরে অবস্থিত।

দাশিয়ার ছড়া ঃ এশিয়ার বৃহত্তর ছিটমহাল দাশিয়ার ছড়া, এই ছিটমহালটিকে কেন্দ্র করেই ছিটমহাল বিনিময়ের আন্দোলন সৃষ্টি হয়। উপজেলা সদও থেকে ৫ কিলোমিটার পূর্বে এটি অবস্থিত।

শেখ হাসিনা ধরলা সেতুঃ কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু। সেতুটি উপজেলার সহিত দেশের সকল স্থানের সড়ক যোগাযোগ সৃষ্টি করেছে।

১.৫ ভাষা ও সংস্কৃতি

ফুলবাড়ী উপজেলার ভূ-প্রকৃতি ও ভৌগলিক অবস্থান এই উপজেলার মানুষের ভাষা ও সংস্কৃতি গঠনে ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই উপজেলাকে ঘিরে রয়েছে উত্তরে- ভারতের কোচ-বিহার, দক্ষিনে- কুড়িগ্রাম সদর ও রাজার হাট, পূর্বে- নাগেশ্বরী এবং পশ্চিমে- লালমনিরহাট সদর উপজেলা। এখানে ভাষার মূল বৈশিষ্ট্য রংপুরের অন্যান্য উপজেলার মতই, তবুও কিছুটা বৈচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন কথ্য ভাষায় মহাপ্রাণধ্বনি অনেকাংশে অনুপস্থিত, অর্থাৎ ভাষা সহজীকরণের প্রবণতা রয়েছে। ফুলবাড়ী উপজেলার আঞ্চলিক ভাষার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার অন্যান্য উপজেলা, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রাম জেলার ভাষার মিল রয়েছে। ভাওয়াইয় ও পালা গান উপজেলার সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে।

ফুলবাড়ী মাত্র ১৪৭.৬ কিলোমিটারের একটি জনপদ। এই এলাকার হিন্দু ও মুসলিম সমপ্রদায়ের মধ্যকার সম্প্রিতি ইতিহাস বিদিত জমিদারী শাসন আমল হতেই এই এলাকায় প্রথা অনুসারে প্রতি বছর নানা ধরনের উৎসব পালিত হতো। এই উৎসবে যাত্রা, পালাগান ও বিভিন্ন প্রকার সঙ্গীতের আয়োজন করা হতো। এতে প্রভাবশালী মুসলমানরাও অংশ গ্রহণ করতো ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত থাকতেন এবং মঞ্চে অভিনয় করতেন।

এই অঞ্চলে বিয়ে শাদী, জন্ম, খতনা নিয়ে অনেক উৎসব পালন করা হয়। বিয়ে বাড়িতে বর আগমনের জন্য কলাগাছ দিয়ে তোরন নির্মাণ করে বরকে অভ্যর্থনা জানানো হতো। বর পক্ষ এবং কনে পক্ষের মধ্যে বিয়ের গান (গীত) আকারে প্রশ্ন উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করতে হয়। তোরনের দুই পাশে দাড়িয়ে প্রশ্ন উত্তর শেষে জয় পরাজয় নির্ধারন করে তোরনের মধ্য দিয়ে শরবত যাওয়ায় প্রবেশ করতে হত।

১.৬ মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ী

১৯৭১ সালে বদরুজ্জামান মিয়া ছিলেন ২৬ বছরের তরুণ। পড়তেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটে। এমবিএ'র ছাত্র হিসেবে থাকতেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ হলে। পয়লা মার্চের দিকে হলের ছাত্ররা জিন্নাহর ছবি ভেঙ্গে পা দিয়ে মাড়িয়ে ডাইনিং এ খেতে যান। একই সাথে হলটির নতুন নামকরণ করেন মাষ্টারদা সূর্যসেন হল। সেই উত্তেজনার ঢেউ খেলে যায় তরুণ বদরুজ্জামান মিয়ার রক্তে। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে অন্যদের মত তিনিও টগবগ করতে থাকেন দেশমাতৃকার মুক্তির স্বপ্নে। ৯ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাক হানাদারের গুলি তাঁর পায়ে বিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় ১১ মার্চ তিনি গ্রামের বাড়ি ফুলবাড়ীর মিয়াপাড়ায় ফিরে আসেন।

১২ মার্চ ১৯৭১ বিকেলে ফুলবাড়ী জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে থানা আওয়ামীলীগ আয়োজিত জনসভায় তিনি ভাষণ দেন। প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে ঢাকার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করেন। মার্চের শেষ সপ্তাহে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। সে জন্য যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণের আহবান জানান তিনি। জনসভায় ঢাকা থেকে তাঁর সংগৃহীত মডেল অনুসরণে তৈরিকৃত গাঢ় সবুজের ভেতর রক্ত লাল বৃত্তের মাঝখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এটিই কুড়িগ্রাম মহকুমায় প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ঘটনা। পতাকাটি সেলাই করেন তৎকালীন থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি, পেশায় দর্জি, আব্দুল মান্নান খন্দকার। লাল বৃত্তের মাঝখানে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকেন স্বয়ং বদরুজ্জামান মিয়া।

১৫ মার্চ তৎকালীন ফুলবাড়ী থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মান্নান খন্দকারকে সভাপতি ও থানা আওয়ামীলীগের সম্পাদক ইউনুছ আলী (বাঘা ইউনুছ) কে সম্পাদক, শামসুল হক সরকারকে যুগ্ম সম্পাদক, আমীর আলী মিয়াকে দপ্তর সম্পাদক এবং ফুলবাড়ী জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবু বকর সিদ্দিক, আবুল হোসেন

প্রামানিক, ডিলার ও ফুলবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান কে. এম. ইসাহক আলী কে সদস্য করে ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এর উপদেষ্টা হিসেবে বদরুজ্জামান মিয়া মনোনীত হন। উল্লেখিত সাতজন ছাড়াও থানা সংগ্রাম পরিষদের সহযোগী

হিসেবে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ধীরেন্দ্র সরকার (পচা বাবু), মজিবর রহমান খোকা, আছির উদ্দিন মিয়া, মোসলেম উদ্দিন তহশিলদার, মহির উদ্দিন, বছির উদ্দিন আহম্মেদ, আব্দুল লতিফ মেম্বার, তবারক আলী, গোলাম মান্নান (লাল মিয়া), আব্দুল্লাহ মিয়া শাহাজাদা, বাবু ক্ষীরোদ চন্দ্র, আব্দুল মজিদ সরকার অন্যতম। মুজিব বাহিনীর সদস্য হিসেবে জনাব মো. আফজাল হোসেন (ডিআর), রুহুল আমিন খোন্দকার (পরবর্তীতে উপসচিব, প্রথম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা) ও বর্তমান ফুলবাড়ী উপজেলার আওয়ামীলীগের সভাপতি আতাউর রহমান শেখ দায়িত্ব পালন করেন। এঁদের দু'একজন ব্যতিরেকে অন্য সবাই সংগঠকের ভূমিকায় থাকায় অস্ত্র প্রশিক্ষণ নিতে পারেন নি। ফলে তাঁরা পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধা সনদ প্রাপ্ত হননি।

২৫ মার্চের কাল রাতে ঢাকা সহ সারাদেশে পাক হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইট নামক নৃশংস হামলা চালানোর প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা করেন। এর প্রেক্ষিতে ২৬ মার্চ বিকেলে বদরুজ্জামান মিয়া ফুলবাড়ীর ইদ্রিস মেকারকে সাথে নিয়ে সমস্ত থানায় পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যার খবর প্রচার করেন। বাঙালি পুলিশ ও ইপিআর এর প্রাথমিক প্রতিরোধের কথা জানিয়ে পাকবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে সে সময়ে ফুলবাড়ীতে যাদের কাছে ব্যক্তিগত অস্ত্র ছিল, তা সংগ্রহ করে তৈরি করা হয় গণবাহিনী। কোন ট্রেইনিং নেই, সুযোগ সুবিধা নেই-শুধু দেশ মাতার প্রতি একবুক ভালবাসা থেকে অজস্র মানুষ গণবাহিনীতে যোগ দেয়।

২৭ মার্চ জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিষণ্ন বদনে বসে থাকা অবস্থায় বদরুজ্জামান মিয়া'র কাছে যান ফুলবাড়ী থানার ওয়্যারলেস অপারেটর। তিনি জানান,"পুলিশ হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এসেছে, বদরুজ্জামান স্যার যা বলেন সেভাবেই কাজ করতে।" প্রেক্ষিতে বদরুজ্জামান এর নির্দেশে ফুলবাড়ী থানায় কর্মরত অবাঙালি পুলিশ সদস্যদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দি করে রাখা হয়। জছিমিঞা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠের জনসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা সম্পর্কিত বদরুজ্জামান মিয়ার ভবিষ্যদ্বাণী মিলে যাওয়ায় ফুলবাড়ীর আপামর জনগণ তাঁকেই মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বের আসনে বসান এবং তাঁর নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

২৮ মার্চ ভূরুঙ্গামারী থানার বাগভান্ডার বিওপি'র অবাঙালি হাবিলদার সফি খানের নেতৃত্বে মইদাম, শিলকুড়ি, শালঝোড় বিওপির ৪ জন সশস্ত্র অবাঙালি ইপিআর ১১ জন নিরস্ত্র বাঙালি ইপিআরকে বন্দি ও জিম্মি করে ফুলবাড়ী হয়ে রংপুরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যাচ্ছিল। বিহারী অধ্যুষিত লালমনিরহাট রুটকে নিরাপদ মনে করে সে পথেই অগ্রসর হচ্ছিল তারা। খবর পেয়ে বদরুজ্জামান মিয়া আশংকা করেন, এরা রংপুর সেনানিবাসের গিয়ে নানা অতিরঞ্জিত ঘটনা শুনিয়ে হানাদার বাহিনীকে নিরীহ মানুষের উপর লেলিয়ে দিতে পারে। তাই যে কোন মূল্যে সেই ইপিআর দলকে আটকানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বদরুজ্জামান মিয়া বাই সাইকেল যোগে গংগারহাট ইপিআর ক্যাম্পে যান। ক্যাম্পের বাঙালি ইপিআরদের অস্ত্রসহ আক্রমণের আহবান জানান। তাঁর আহবানে হাবিলদার লুৎফর রহমান সহ বাঙালি জওয়ানরা ম্যাগজিন লোড করে ও অন্যান্য সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুতি নেয়। এসময় ক্যাম্প কমান্ডার বদরুজ্জামান মিয়া'র নমুনা স্বাক্ষর গ্রহণ করেন, যাতে পরবর্তীতে তাঁর স্বাক্ষরিত পত্র মোতাবেক গোলাবারুদ যা আছে তা যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো যায়। বদরুজ্জামান মিয়া সশস্ত্র বাঙালি ইপিআর জওয়ানদের নিয়ে কুলাঘাটে গিয়ে জানতে পারেন, পাকিস্তানি ইপিআরের দলটি নৌকা যোগে ধরলা নদী পার হয়েছে। তিনিও সবাইকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ধরলা পার হয়ে আরো

২ কিলোমিটার অগ্রসর হয়ে পলায়নপর দলটির দেখা পান। ওদিকে ইপিআরের দলটিও টের পায় যে, তাদের ফলো করা হচ্ছে। ফলে তারা দ্রুতবেগে চলতে থাকে। চারপাশে মানুষ থাকায় ও সুবিধাজনক পজিশন না পাওয়ায় হামলাও চালানো যাচ্ছে না। অবশেষে তারা পৌঁছায় বিহারী অধ্যুষিত লালমনিরহাট শহরের নেছারিয়া মাদরাসার কাছে। সেখানে দেখা যায় খান সেনাদের সাথে হাত মেলাচ্ছেন চীনপন্থি কমিউনিস্ট নেতা চিত্তরঞ্জন দেব। বদরুজ্জামান মিয়া তাঁর নেতৃত্বে ইপিআরের দলকে সেট করে দ্রুত দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "খানরা খুনি, তারা নিরীহ বাঙালিদের হত্যা করে রংপুর সেনানিবাসে পালিয়ে যাচ্ছে। জনতা সরে যান, আমরা গুলি চালাবো।" সাথে সাথে খান সেনারাও পজিশন নেয়। শুরু হয় বৃষ্টির মত গুলি বিনিময়। এরই মাঝে ম্যাগজিন ফুরিয়ে গেলে বদরুজ্জামান ক্রল করে পেছনে গিয়ে একজন জওয়ানের কাছ থেকে দু'টি ম্যাগজিন নিয়ে এলএমজি চালককে দিয়ে ব্রাশ ফায়ার না করে সিঙ্গেল শট নিতে বলেন। কারণ দ্রুত গুলি ফুরিয়ে যাচ্ছে, মৃত্যু আসন্ন। পেছনে সরে এসে লাইন অব ফায়ার পার হয়ে লালমনিরহাটের তরুণ ছাত্র নেতা লুৎফর রহমানকে সাথে নিয়ে তিনি ছুটলেন লালমনিরহাট থানার দিকে। থানায় গিয়ে দেখেন, এত গোলাগুলির মাঝেও পুলিশেরা সবাই থানায় বসে আছে। তিনি তাদের জানান, " বাঙালি ইপিআরদের সাথে খান সেনাদের যুদ্ধ চলছে। আমাদের গুলি প্রায় শেষ। আপনারা আসুন।" কিন্তু তাদের কোন ভাবান্তর না হওয়ায় লুৎফর রহমানকে নিয়ে ধমক দিয়ে ১০-১৫ জনকে টেনে হিঁচড়ে বের করে নিয়ে আসেন। এরই মধ্যে সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে গুলি চাওয়ার জন্য মাথা উঁচু করলে পাকসেনাদের ছোঁড়া একটি গুলি ইপিআর হাবিলদার লুৎফর রহমানের মাথা ভেদ করে। সেখানেই শহিদ হন তিনি। সেই সাথে খান সেনারা পশ্চাদপসারণ করে। বদরুজ্জামান মিয়া জিআরপি পুলিশকে অনুরোধ করেন

তাদের প্রতিরোধ করতে। তাঁর কথায় জিআরপি পুলিশ গুলি শুরু করে। এদিকে খবর পেয়ে ফুলবাড়ী থানা আওয়ামীলীগ ও সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক ইউনুছ আলী ফুলবাড়ীর তিনটি ইপিআর ক্যাম্পে চৌকিদার বসিয়ে রেখে ক্যাম্প তিনটির সকল বাঙালি জওয়ান ও অস্ত্রশস্ত্র সহ লালমনিরহাটে চলে আসেন। তাদের দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে চলতে থাকে যুদ্ধ। জিআরপি পুলিশের সাহসী ভূমিকায় খানসেনারা লালমনিরহাট শহরের খুটামারা দোলার মাঝখানে অবস্থান নিতে বাধ্য হয়। খবর পেয়ে সাপটিবাড়ীর জনতা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। খানরা আত্মসমর্পণ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা তাদের পিটিয়ে হত্যা করে বন্দি ১১ জন বাঙালি ইপিআরকে উদ্ধার করে। যুদ্ধ শেষে ৬ নং সেক্টরের সম্মুখ যুদ্ধের প্রথম শহিদ ইপিআরের হাবিলদার লুৎফর রহমানের লাশ এনে ফুলবাড়ী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। ফুলবাড়ীর জনগণ পরম যত্নে বাঁধিয়ে দেয় দেশের প্রয়োজনের মুহূর্তে বুক পেতে দেয়া এ সৈনিকের কবর। তবে আজবধি জানা যায়নি এই বীর মুক্তিযোদ্ধার পারিবারিক ঠিকানা। এতটুকু জানা যায় যে, তাঁর পিতার নাম মৃত সহিদ আলী। তাঁর কথায় নোয়াখালি অঞ্চলের ভাষার টান থাকায় অনেকেই ধারণা করেন তাঁর বাড়ি নোয়াখালী বা ফেনী জেলায় হতে পারে।

লালমনিরহাটের যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে পাক হানাদার বাহিনী ফুলবাড়ীতে আক্রমণ চালাবে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় ধরলা নদীকে প্রধান প্রতিরক্ষা ব্যূহ হিসেবে প্রস্তুত করা হয়। কুলাঘাট, ফারীঘাট, কলাখাওয়া ও কাউয়াহাগা ঘাটের সব নৌকা এপারে এনে বেঁধে রাখা হয়। কিছু নৌকা ডুবিয়ে দেয়া হয়, যাতে পাকবাহিনী নৌকা যোগে ধরলা পার হয়ে ফুলবাড়ী আক্রমণ চালাতে না পারে। নদীর সমান্তরালে গরু/মোষের গাড়ী চলতে পারে এমন প্রশস্ত ও গভীর ট্রেঞ্চ খনন করে সার্বক্ষণিক পাহারা বসানো হয়। পাক হানাদার বাহিনী কুলাঘাট, মোগলহাট ও বড়বাড়ি, দিয়ে বারবার আক্রমণ চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধাদের রাতদিন পাহারা ও নদীর তীরে শক্ত অবস্থানের কারণে তারা বারবার ব্যর্থ হয়।

৮ এপ্রিল রংপুর সেক্টর ঘোষণা করে একে দু'টি সাব.সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। যার একটি পাটগ্রামে, অপরটি ভূরুঙ্গামারী। ভুরুঙ্গামারী সাব সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত হয় ফুলবাড়ী থানা। পরবর্তীতে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা ও কেন্দ্রীয় ভাবে যুদ্ধ সংহত হলে সারা দেশকে যে ১১ টি সেক্টরে ভাগ করা হয়, তার ৬ নং সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাব সেক্টরের অন্তর্ভূক্ত হয় ফুলবাড়ী। এ সময় বিএসএফের সহযোগিতায় ভারতের বামনহাট, চৌধুরীহাট ও গিদালদহ সহ ভারতের অভ্যন্তরস্থ তৎকালীন পাকিস্তানি ছিটমহল করলায় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ফুলবাড়ী থানার নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের বালারহাট বাজারের দক্ষিণে বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে 'প্রমিলা দেবী মাতৃসদন' নামে একটি ফিল্ড হাসপাতাল খোলা হয়। এই হাসপাতালে ডাঃ আবু বকর সিদ্দিক ও ডাঃ কালিপদ বর্মণ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করতেন। আকলিমা খন্দকার, কনক প্রভা, মাহমুদা ইয়াসমিন বিউটি, জাহানারা বেগম, শামীমা আক্তার গিনি, পিয়ারী বেগম, মমতাজ পারভিন প্রমুখ নারী মুক্তিযোদ্ধারা এই হাসপাতালে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। পরবর্তীতে শিমুলবাড়ীর মিয়াপাড়ায় ওয়াজেদ আলী মিয়ার বাড়িতেও একটি ফিল্ড হাসপাতাল ও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য একটি লঙ্গরখানা স্থাপন করা হয়। বীরপ্রতীক বদরুজ্জামান মিয়া এর ছোট ভাই, অষ্টম শ্রেণির ছাত্র মালেকুজ্জামান মিয়া এতে কোয়ার্টার মাস্টারের দায়িত্ব পালন করেন।

১৪ এপ্রিল পাকবাহিনীর একটি কোম্পানী কুলাঘাট আক্রমণ করে। শত্রুর প্রবল আক্রমণে মুক্তিযোদ্ধারা পিছিয়ে এসে ফুলবাড়ী থানায় ডিফেন্স নেয় সাব সেক্টরের ডি কোম্পানী। ২৬ এপ্রিল কুলাঘাটে পাক বাহিনীর টহল দলের সাথে মুক্তিবাহিনীর ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এতে দু'জন পাকসেনা নিহত হয়। ২৮ এপ্রিল সুবেদার আরব আলী ১০ জনের একটি সেকশন নিয়ে রেকি করতে গেলে পাক সেনাদের সাথে সংঘর্ষ হয়। এতেও পাক বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি হয়।

২৬ মে ধরলা নদীর পূর্ব ও উত্তর তীরে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানের উপর পাকিস্তানি বাহিনী ভারী অস্ত্রের ব্যাপক আক্রমণ করে। পাটেশ্বরী সিঅ্যান্ডবি ঘাট পার হয়ে পাক বাহিনী নাগেশ্বরী ও পরে ভূরুঙ্গামারীতে প্রবেশ করে। এসময় অনন্তপুর, কাশিপুর সহ ফুলবাড়ী থানার নানা স্থানে গড়ে ওঠে মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্প। কোচবিহারের দিনহাটায় অ্যাডভোকেট আমানউল্লা, আহম্মদ হোসেন সরকার (মোক্তার), ইউনুছ আলী, হযরত আলী, জয়নাল আবেদীন, তমিজ উদ্দিন, আব্দুস সোবহান ও শুভ্রাংশু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ফুলবাড়ী যুব শিবির গঠিত হয়। এই যুব শিবিরে ছাত্র যুবকদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে পাক বাহিনীর প্রতিরোধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

২৭ মে নাগেশ্বরী ও ২৮ মে ভূরুঙ্গামারীর পতন ঘটলেও পাকবাহিনী ফুলবাড়ী দখল করতে ব্যর্থ হয়। এসময় নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণে ফুলবাড়ীকে মধ্যবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জুনের মাঝামাঝি সময়ে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কলাখাওয়া ঘাটের মাঝিকে জিম্মি করে ৫ জন খানসেনা ধরলা নদী পার হয়ে ফুলবাড়ী আক্রমণ করতে আসে।

১ জন খানসেনা ঘাটের মাঝি সহ নৌকায় অবস্থান করে। বাকি ৪ জন ফুলবাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। খবর পেয়ে হামিদুল হক খন্দকার, আব্দুল লতিফ মেম্বার ও আব্দুস সামাদ সহ বেশ কয়েকজন বীর মুক্তিযোদ্ধা তাদের প্রতিহত করতে এগিয়ে যান।

খামারেরবাজার পার হয়ে যেখানে এখন কাসেম সর্দারের ইটভাটা অবস্থিত, সেখানে গুলি বিনিময়ের পর খানসেনারা পশ্চাদপসারণ করে ও ধরলা নদী অতিক্রম করে পালিয়ে যায়। মুক্তিযোদ্ধারা ভারতীয় বিএসএফের সরবরাহকৃত ৩˝ কামানের গোলা নিক্ষেপ করে বড়বাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাসেম এর বাড়িতে অবস্থিত খানসেনাদের ক্যাম্পে হামলা চালায়। ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে তারা ক্যাম্প গুটিয়ে লালমনিরহাট চলে যায়।

২২ জুলাই মোগলহাটে অবস্থানরত পাকিস্তানি ঘাঁটিতে আক্রমণ করে ফেরার পথে পরদিন ভোরে ফুলবাড়ী থানার গোরকমন্ডপের নিকটবর্তী জঙ্গল অতিক্রমের সময় পাকিস্তানীদের পুঁতে রাখা এন্টি পারসোনাল মাইন বিস্ফোরিত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা জাকির হাসান চন্দনের একটি পা উড়ে যায়। সাথী মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে উদ্ধার করে ভারতের কোচবিহারে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় শত্রু পাকসেনারা কয়েক দিন পর পর লালমনিরহাট থেকে কুলাঘাট এসে নদী পার হওয়ার চেষ্টা করে। গ্রামে ঢুকে টাকা-পয়সা-গহনা ইত্যাদি লুট করে, মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করে। অনেক সময় তাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে। আগস্টের ৭/৮ তারিখে ভোর বেলায় কোম্পানী কমান্ডার সিরাজুল ইসলামের নেতৃত্বে ফুলবাড়ীর মুক্তিযোদ্ধার একটি দল ধরলা নদী পার হয়ে তীরবর্তী দুটি গ্রামে গোপনে অবস্থান নেয়। সকাল ১০ টার দিকে ২৫/৩০ জনের খানসেনার একটি দল নদীর তীরের দিকে আসতে থাকে। এ পরিস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা চারদিক থেকে পাকবাহিনীকে ঘিরে ফেলে ও অতর্কিতে হামলা চালায়। প্রায় আধা ঘন্টা গুলি বিনিময়ের পর ১০/১২ জন পাক সেনা নিহত হয়, বাকিরা পালিয়ে যায। মকবুল খান নামে একজন খানসেনাকে জীবিত ধরে ফুলবাড়ীতে আনা হয়। পরে তাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে সোপর্দ করা হয়।

১২ আগস্ট প্রতিশোধের নেশায় পাকবাহিনীর ৫০/৬০ জনের একটি বড় বাহিনী কুলাঘাট থেকে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ফুলবাড়ী দখলের জন্য অগ্রসর হয়। ধরলা নদীর মাঝামাঝি চরে লুকিয়ে থাকা মুক্তিবাহিনীর রাইফেল, এসএলআর, এলএমজি ও ২˝ মর্টার দিয়ে মাঝ নদীতে আক্রমণ করে পাকসেনাদের ২ টি নৌকা ডুবিয়ে দেয়। এতে পাকবাহিনীর সবার সলিল সমাধি ঘটে। ২ দিন পর ১৪ আগস্ট কুড়িগ্রাম সিঅ্যান্ডবি ঘাটে পাকসেনাদের বত্রিশটি লাশ পাওয়া যায়, যাদের সবার পরনে ছিল খাকি পোশাক ও বুট। কোম্পানী কমান্ডার আকরাম হোসেন এ যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের নেতৃত্ব দেন।

১৪ নভেম্বর ভূরুঙ্গামারী ও ২৯ নভেম্বর নাগেশ্বরী থেকে পাক হানাদার বাহিনী পিছু হটার ফলে মুক্তাঞ্চল ফুলবাড়ী সহ গোটা উত্তর ধরলা শত্রু মুক্ত হয়।

১ ডিসেম্বর ফুলবাড়ীর বালাতাড়ী ক্যাম্পেরছড়া গ্রামে আসেন ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীর বিশেষ দূত ড.ত্রিগুনা সেন। কুড়িগ্রাম মহকুমা আওয়ামীলীগের সভাপতি আহমদ হোসেন সরকার তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। সেখানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধা ও জনতার উদ্দেশ্যে ড. ত্রিগুনা সেন বলেন, "ভারত সরকার শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করবে।" তাঁর কথামত ঠিকই ৬ ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

৬ ডিসেম্বর মোগলহাট সাব সেক্টর কমান্ডার ক্যাপ্টেন দেলোয়ার হোসেন এর নেতৃত্বে মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনী ফুলবাড়ী হয়ে ধরলা নদী পারি দিয়ে লালমনিরহাটের দিকে ধাবিত হলে পাকবাহিনী লালমনিরহাট শহর ছেড়ে চলে যায়। একই দিনে বীর প্রতীক আব্দুল হাই সরকারের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা কুড়িগ্রাম মুক্ত করে। ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল হালিম এর নেতৃত্বে কুড়িগ্রামে বেসামরিক প্রশাসন চালু করা হয়।

ধরলা নদী বেষ্টিত গোটা ফুলবাড়ী থানাটিই মুক্তাঞ্চল হওয়ায় এবং বিপুল সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধার তৎপরতা থাকায় এখানে শান্তি কমিটি বা রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়নি এবং তাদের কোনরূপ তৎপরতাও প্রকাশ্যে পরিলক্ষিত হয় নি। তবে ২৪ মে ১৯৭১ তারিখে কুড়িগ্রামে মহকুমা শান্তি কমিটি গঠিত হলে, তাতে ফুলবাড়ীর ভাঙ্গামোড়ের দেওয়ান আবুল হোসেনকে এর সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠন ও শান্তি কমিটির মাধ্যমে রাজাকার, আলবদর, আল শামস ও ইপিক্যাফ বাহিনী গঠিত হলেও মুক্তাঞ্চল ফুলবাড়ীর ৬ টি ইউনিয়ন তা থেকে মুক্ত ছিল। এদিকে গোরকমন্ডপ থেকে অনন্তপুর পর্যন্ত ভারতীয় সীমান্ত, অন্য দিকে গোরকমন্ডপ থেকে রাঙ্গামাটি পর্যন্ত ধরলা নদী বেষ্টিত থাকায় এই বিস্তীর্ণ এলাকাটি হানাদার বাহিনী কখনই দখল করতে পারেনি। পূর্ব দিকে নাগেশ্বরীর রামখানা, গাগলা, নেওয়াশী, হাসনাবাদ পর্যন্ত পাকবাহিনীর দখলে থাকলেও তারা বারবার চেষ্টা করেও ফুলবাড়ী দখল করতে পারে নি।

মুক্তাঞ্চল ফুলবাড়ীর মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া যুদ্ধ চলাকালে ৬নং সেক্টরের একজন কোম্পানী কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশ স্বাধীনের প্রাক্কালে তাঁকে উইং কমান্ডার হিসেবে পদোন্নতি দেয়া হয়। কুলাঘাট সম্মুখ যুদ্ধে তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে পাকবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। তাঁর নেতৃত্বে পাক বাহিনীর প্রতিরোধে ফুলবাড়ীর পূর্ব দিকের গাগলা ও গংগারহাট ব্রিজ ধ্বংস করা হয়। এছাড়া মোগলহাট, পাটেশ্বরী, আন্ধারীঝাড় ও বাগভান্ডারে সংঘটিত সম্মুখ যুদ্ধে

তাঁর কোম্পানী বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পুরো নয় মাস গোটা ফুলবাড়ী থানাকে পাক হানাদার মুক্ত রাখার সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'বীর প্রতীক' খেতাবে ভূষিত করা হয়। যুদ্ধের পর তিনি ৩০ জুলাই ১৯৭৩ তারিখে বাংলাদেশের প্রথম ব্যাচের প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগ দেন এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের সচিব হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ০৫ জুন ২০১২ তারিখে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে তিনি পরলোকগমন করেন। মিয়াপাড়া মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ফুলবাড়ী থানার শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার তালিকা ঃ

ক্রমিক	নাম ও পিতার নাম	ঠিকানা
০১	শহিদ মোজাম্মেল হক খন্দকার পিতা ঃ মৃত আবুবকর খন্দকার	ফকিরপাড়া, শিমুলবাড়ী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
০২	শহিদ সজর উদ্দিন পিতা ঃ মৃত সাজউদ্দিন	চন্দ্রখানা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
০৩	শহিদ লুৎফর রহমান (ইপিআর) পিতা ঃ মৃত সহিদ আলী	জেলা ঃ নোয়াখালী
০৪	শহিদ আলী হোসেন পিতা ঃ অজ্ঞাত	অজ্ঞাত
০৫	শহিদ শাহ আলম পিতা ঃ অজ্ঞাত	অজ্ঞাত

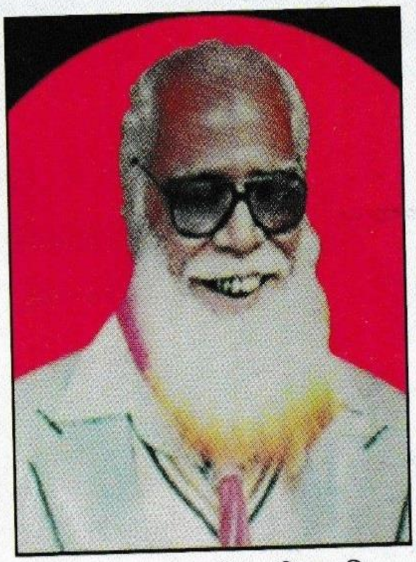

মো.বদরুজ্জামান মিয়া, বীর প্রতীক

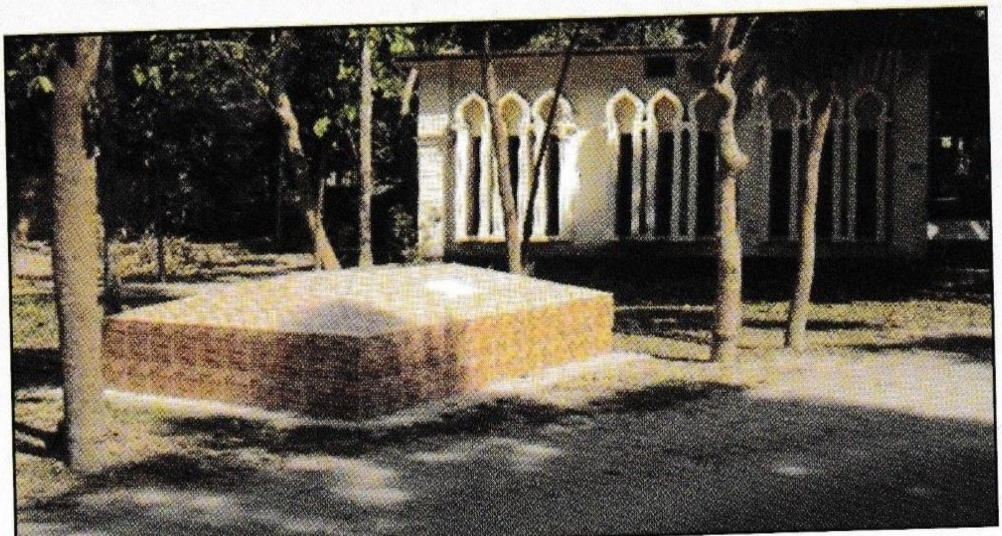

ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম): ফুলবাড়ী কেন্দ্রী জামে মসজিদের পাশে শহীদ লুৎফর রহমানের কবর

তথ্যসূত্র ঃ

১। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি - মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া, বীর প্রতীক।
২। উত্তর রণাঙ্গনে বিজয় - আখতারুজ্জামান মন্ডল।
৩। মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস ঃ রংপুর - এস.এম. আব্রাহাম লিংকন।
৪। কুড়িগ্রাম জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি - মোস্তফা তোফায়েল হোসেন।
৫। কুড়িগ্রাম জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য - রশিদুল হাসান।
৬। মুক্তিযুদ্ধে রঙ্গপুর - রঙ্গপুর গবেষণা পরিষদ।
৭। মোঃ আমীর আলী, দপ্তর সম্পাদক, ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ।

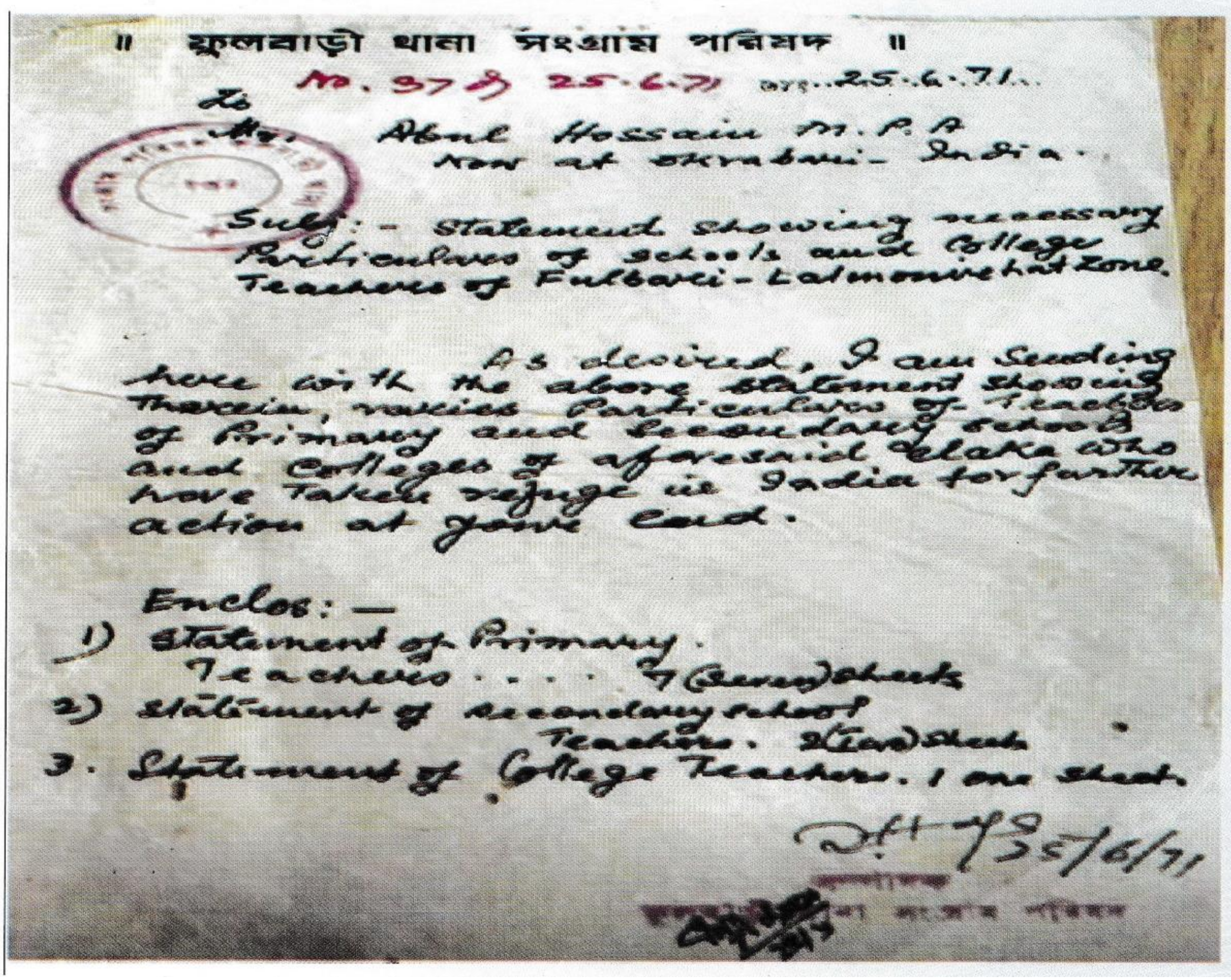

॥ ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ ॥

No. 37 dt 25.6.71 তাং: 25.6.71.

To

Mr. Abul Hossain M.P.A

Now at Okrabari- India.

Sub:- Statement showing necessary particulars of schools and College Teachers of Fulbari-Lalmonirhat Zone.

As desired, I am sending here with the above statement showing therein, various particulars of Teachers of Primary and Secondary schools and Colleges of aforesaid Ilaka who have taken refuge in India for further action at your end.

Enclos:—

1) Statement of Primary Teachers .... 7 (Seven) sheets
2) Statement of Secondary school Teachers. 2 (Two) sheets
3. Statement of College Teachers. 1 one sheet.

[illegible] 25/6/71

সম্পাদক

ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ

২৫.০৬.১৯৭১ খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন এমপিএ জনাব আবুল হোসেন কে লেখা ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত সম্পাদক জনাব শামসুল হক সরকার স্বাক্ষরিত চিঠি।

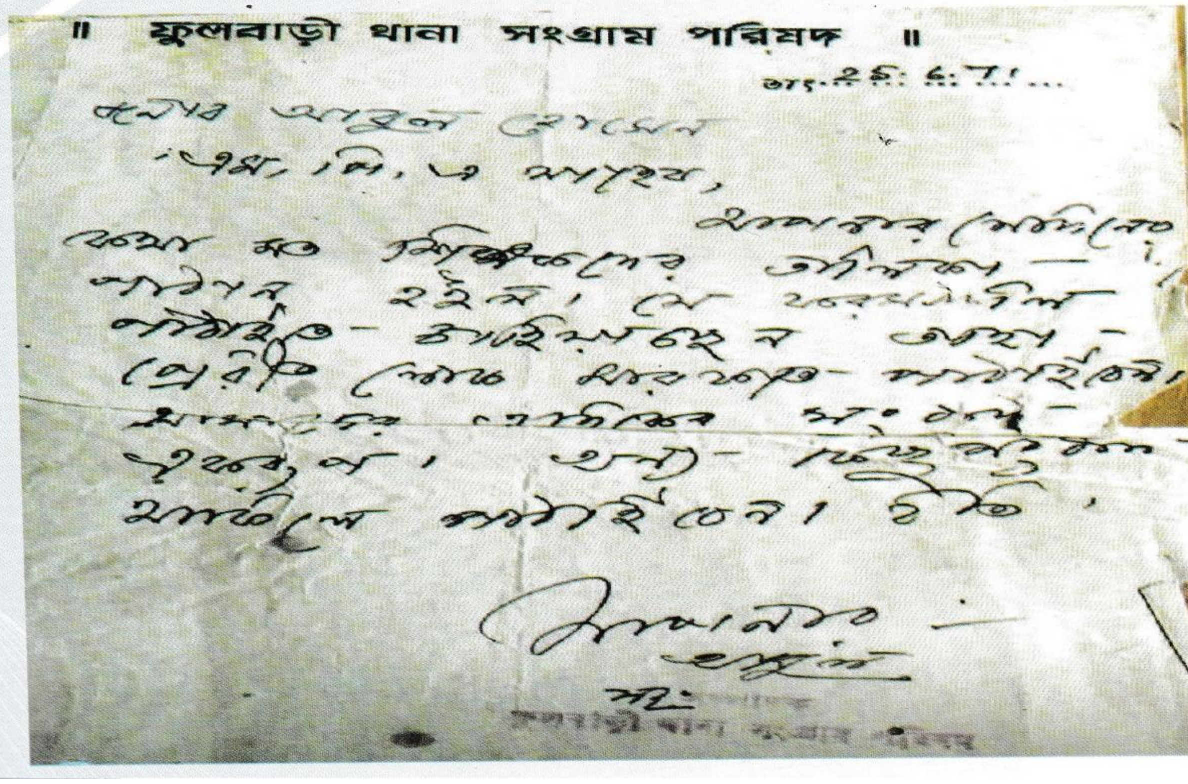

॥ ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ ॥

তাং: 25.6.71...

জনাব আবুল হোসেন

এম, পি, এ মহোদয়,

[illegible]

[illegible]

সম্পাদক

ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদ

২৫.০৬.১৯৭১ খ্রিঃ তারিখে তৎকালীন এমপিএ জনাব আবুল হোসেন কে লেখা ফুলবাড়ী থানা সংগ্রাম পরিষদের দায়িত্ব প্রাপ্ত যুগ্ম-সম্পাদক জনাব আবুল হোসেন প্রামানিক স্বাক্ষরিত চিঠি।

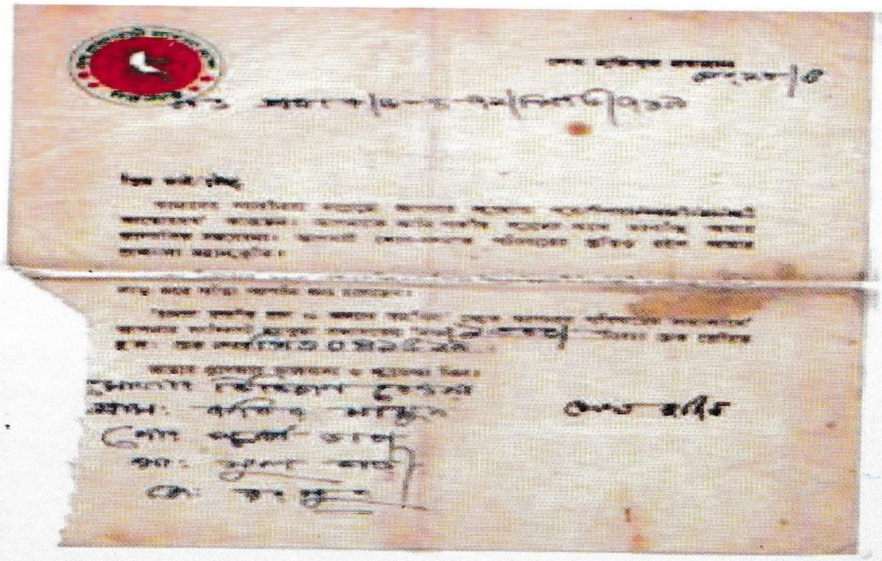

মহান মুক্তিযুদ্ধে ফুলবাড়ীর শহীদ শমসের আলীর মাতা মোছাঃ বিবিজন বেওয়া কে লেখা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমবেদনা পত্র।

C-A 041529

সোনালী ব্যাংক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাক্ষরিত শহীদ শমসের আলীর পরিবারের জন্য একটি চেক।

১.৭ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব

মোঃ বদরুজ্জামান মিয়া(বীর প্রতীক)ঃ ১৯৪৪ সালের ১ নভেম্বর মিয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহল করেন। তাঁর পিতা নজিরম্নজ্জামান মিয়া(বিএবিটি) ফুলবাড়ী জছিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বদরম্নজ্জামান মিয়া প্রথম জীবনে ফুলবাড়ী জছি মিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৭১ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ০৯ মার্চ বিশ্ব বিদ্যালয় এলাকায় পাকবাহিনী গোলাবর্ষন করলে তিনি পায়ে গুলি বিদ্ধ হয়ে গ্রামে বাড়ীতে চলে আসেন। ১২ মার্চ তিনি বালারহাট বাজারে স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-জনতাকে নিয়ে একটি সভা করেন। সভায় উপস্থিত সকলের কাছে তিনি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। এরপর তাঁর নেতৃত্বে নাওডাঙ্গা ইউনিয়নে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এ সময় তিনি স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিয়ে একটি ইউনিট গঠন করেন। একই সময়ে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে একটি ইয়ুথ ক্যাম্প গঠিত হয়। এই ইয়ুথ ক্যাম্প ও যুদ্ধ পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বদরম্নজ্জামান মিয়া। তিনি ৬নং সেক্টরের অধীনে একজন কোম্পানী কমান্ডার ছিলেন। ফুলবাড়ী থানাকে সত্রম্নমুক্ত রাখার ক্ষক্ষত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকাপালন করেন। এছাড়া তিনি নাগেশ্বরী ও ভূরম্নঙ্গামারী এলাকায় অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ফুলবাড়ী থানার কুলাঘাট নামক স্থানে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংঘঠিত সম্মুখ যুদ্ধে বদরম্নজ্জামান কোম্পানীর বলিষ্ঠ পদক্ষক্ষপের কারণে পাকবাহিনী চরমভাবে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে পাকবাহিনী ও রাজাকারদের ২৬-৩০ জন সদস্য নিহত হয়। বদরম্নজ্জামান মিয়া এই যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করেন। পাকসেনারা যাতে ফুলবাড়ী থানায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য বদরম্নজ্জামানের নেতৃত্বে সেকশন কমান্ডার শাহজাহান আলী গংগারহাট ব্রিজ ও গাগলা ব্রিজ ধ্বংস করেন। এ ছাড়া আন্ধারীর ঝাড় ও বাগভান্ডারে সংঘঠিত সম্মুখ যুদ্ধে বদরম্নজ্জামান কোম্পানীর গুরম্নত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

যুদ্ধের পর তিনি লেড়া শেষ করে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলের অধীনে চাকুরীতে যোগদান করেন। চাকুরীরত অবস্থায় তিনি পেশাগত কাজে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাশিয়ায় যান। ১৯৭৫ সালে তিনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনে যোগদান করেন। ২০০২ সারের ১ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন(বিসিক) এর সচিবের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ২০০১ সালে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি শিরোনামে তাঁর রচিত একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১.৮। ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ	বর্তমানে কর্মরত	শূন্য পদ
০১.	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০২.	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০৩.	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ	১	১	নাই
০৪.	সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	নাই
০৫	জীপগাড়ি চালক	১	১	নাই
০৬.	অফিস সহায়ক	২	২	নাই

১.৯ ফুলবাড়ী উপজেলার মৌলিক তথ্যাবলি (উপজেলার জনসংখ্যাতাত্বিক, আর্থ-সামাজিক মৌলিত তথ্য ও উপাত্ত)

- থানার সৃষ্টি ঃ ০৬-০৫-১৯১৪ খ্রি.। জমির পরিমাণ ঃ ২.৫৬২ একর
- সীমানা ঃ উত্তরে ভারতের কোচাবিহার, দক্ষিণে কুড়িগ্রাম সদর, পূর্বে নাগেশ্বরী উপজেলা ও পশ্চিমে লালমনিরহাট জেলা
- আয়তন ঃ ৩৮৭০১.০০ একর, ১৬৩.৫ বর্গ কিঃ মিঃ।
- ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ০৬টি (নাওডাঙ্গা, শিমুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, বড়ভিটা, ভাঙ্গামোড় ও কাশিপুর)।
- দূর্গম ইউনিয়নের সংখ্যা ঃ ০৪টি ((নাওডাঙ্গা, শিমুলবাড়ী, বড়ভিটা ও ভাঙ্গামোড়)।
- ডাকবাংলোর অবস্থা ঃ ০১ টি সরকারি ও ০১টি বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত।
- জেলা সদর হতে উপজেলা সদরের দুরত্ব এবং সচরাচর ব্যবহৃত যানে যাতায়াতের সময় ঃ ৪৫ কিঃ মিঃ, সময় ঃ ২ ঘন্টা (প্রায়)
- উপজেলা অফিসসমূহে ব্যবহৃত কম্পিউটারের সংখ্যা ঃ ৫০ টি।
- উপজেলা এলাকার সংসদ সদস্যের নাম ঃ আলহাজ্ব পনির উদ্দিন আহমেদ।
- মৌজার সংখ্যা ঃ ৫০ টি।
- গ্রামের সংখ্যা ঃ ১৬৭ টি।
- জনসংখ্যা ঃ
  - পুরুষ ঃ ৮১৯৬৪ জন।
  - মহিলা ঃ ৮৪৮১৫ জন।
- ভোটারের সংখ্যা ঃ ১১৯৭১৪ জন।
  - পুরুষ ঃ ৫৮২৪২ জন।
  - মহিলা ঃ ৬১৪৭২ জন।
- প্রধান পেশা ঃ কৃষি নির্ভর (পাশাপাশি শিল্প ও বানিজ্য রয়েছে)।
- নদ-নদীরসংখ্যা ঃ ০৩ টি (ধরলা, নীলকুমর ও বারোমাসিয়া)

উপজেলার জনসংখ্যাতাত্বিক, আর্থ-সামাজিক মৌলিত তথ্য ও উপাত্ত	
জনসংখ্যার ঘনত	
বাসিন্দা	১৬৬৭৭৯ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)
উল্লেখযোগ্য নদী	ধরলা, নিলকুমর
ফায়ার সার্ভিস	০১ টি
ডাকঘর	০১টি
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ	০১টি
ব্যাংক শাখা	৬টি
খাদ্য গুদাম	০৩টি
সার্ভার ষ্টেশন	০১টি
বিওপি'রসংখ্যা	০৬টি (সীমানা পিলার নং- ৯২৯ হতে ৯৩৯ পর্যন্ত)
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য	
মুক্তিযোদ্ধা সংসদ	০১টি
গেজেটভূক্ত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা	৪৭০ জন
ভূমি বিষয়ক তথ্য	
উপজেলা ভূমি অফিস	**১ টি**
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	**৬ টি**
মৌজার সংখ্যা	৫০ টি

খাস জমির পরিমাণ	২৭৯২.২২ একর
বন্দোবস্তকৃত খাস জমি	১০৬৪.৫৩ একর
অর্পিত সম্পত্তির পরিমাণ	২০৪.৩৬ একর
হাট-বাজারের সংখ্যা	১২ টি
উল্লেখ্যযোগ্য হাট-বাজার	০৫ টি
জলমহালের সংখ্যা	৬৫টি
আবাসন প্রকল্প	০৫টি
গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প	০৬ টি
ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প	
ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২টি
অটো রাইস মিল	২ টি
ইটভাটা	৫ টি
ধর্মিও প্রতিষ্ঠান	
মসজিদ	৩৯৪ টি
মন্দির	৯০ টি
কৃষি , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী	
আবাদযোগ্য জমি	১২,৯৫৬.০০ হেক্টর
নিট আবাদি জমি	১২০৩৩.০০ হেক্টর
মোট কৃষক পরিবার	১,২৫,৫৭৫জন
কৃষকের শ্রেণি বিন্যাস	
ভূমিহীন	১৬,৩০৯ জন
প্রান্তিক	৪০,৩৮০ জন
ক্ষুদ্র	৫৫,৮৮৯ জন
মাঝারি	১২,২০৬জন
উঁচু	৭৯১ জন
মোট	১,২৫,৫৭৫ জন
কৃষি জমির শ্রেণি বিন্যাস	০০
এক ফসলি জমি	৫৩৬৫.৭০ হেক্টর
দু'ফসলি জমি	২১,০৪৮.৫০ হেক্টর
তিন ফসলি জমি	১৬,১১৪.৩৫ হেক্টর
তিনের অধিক ফসলি জমি	১৩৮৪.৭০ হেক্টর
মোট ফসলি জমি	৪৩,৯১৩.২৫ হেক্টর
শস্যের নিবিড়তা (%)	২৪.৬%
কৃষি ব্লক	৫১ টি
বিসিআইসি সার ডিলার	১৭ টি
বিএডিসি বীজ ডিলার	২০টি
পেস্টিসাইড ডিলার	পাইকারী - ২২ , খুচরা- ৪৫০
প্রধান প্রধান উচ্চমূল্যের ফসল (Major High value Crops)	ধান, গম, সবজি, আলু ও ভুট্টা
সম্ভাবনাময় ফসল (Prospective Crops)	ধান
সরকারি পুকুর	১৬ টি
বেসরকারি পুকুর	৯৬৫১ টি
বানিজ্যিক মৎস্য খামার	২৪১ টি
সরকারি বিল	৪৮ টি
বেসরকারি বিল	০৩ টি
বেসরকারি প্লাবনভূমি	৩৫
খাল	০১ টি
নদী	০৩ টি

ধানক্ষেতে মাছ চাষ	৬৬০
বেসরকারি হ্যাচারীর সংখ্যা	০৮ টি
মৎস্য অভয়াশ্রম	০৪ টি
মৎস্য চাষির সংখ্যা	৯০৭৫ জন
মৎস্য চাষির সমিতি	২৬ টি
মৎস্যজীবীর সংখ্যা	২৯৫৩ জন
মৎস্যজীবী সমিতি	২১ টি
পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র	০৪ টি
কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্টে	২৮ টি
বায়ো গ্যাস প-্যান্ট	১১২ টি
দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি	০১ টি
গাভীর খামার	১৪৩৮ টি
ছাগল খামারের সংখ্যা	২৫২ টি
ভেড়ার খামারের সংখ্যা	৪১ টি
লেয়ার খামার	০২টি
ব্রয়লার খামার	১০টি
হাঁস খামার	১৩ টি
শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য	
বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৮ টি
নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়	৮ টি
মাদ্রাসা	১৮ টি
এবতেদায়ী মদ্রাসা	৯ টি
বেসরকারী স্কুল এন্ড কলেজ	০৩ টি
সরকারী কলেজ	১ টি
বেসরকারী কলেজ	৫ টি
টেকনিকেল ও বিজনেজ ম্যানেজমেন্ট কলেজ	০২ টি
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার কেন্দ্র	০৬ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৬ টি
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার	০১টি
শিক্ষার হার	৪৭.৮%
স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক তথ্যাবলী	
উপজেলা হাসপাতাল	০১ টি
শয্যা সংখ্যা	৫০ টি
ইউনিয়ন উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র	৫টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কেন্দ্রঃ	৬টি
এ্যাম্বুলেন্স	০২টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	২৬টি
সমাজসেবা, মহিলা বিষয়ক, সমবায় ও যুব উন্নয়ন বিষয়ক তথ্যাবলী	
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৪৭০ জন
বয়স্ক ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৬২৯৭ জন
প্রতিবন্ধি ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৩০৩৩ জন
প্রতিবন্ধি শিক্ষা উপবৃত্তি ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	১৮৫ জন
বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা ভাতা প্রাপ্ত সংখ্যা	৩০৪৩ জন
নিবন্ধনকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা	২৮ টি
এতিমখানা	৪ টি
এনজিও সংখ্যা	১২ টি

মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা	৫৪০ জন
ভিজিডি উপকারভোগীর সংখ্যা	৫৭৯৯ জন
যোগাযোগ বিষয়ক তথ্যাবলী	
জেলা সদর হতে উপজেলা সদরের দূরত্ব	৪৫ কিঃ মিঃ
মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য	৩৯৪ কিঃ মিঃ
উপজেলার রাস্তা	৮৭.৩৬ কিঃ মিঃ
পাকা রাস্তা	১৬৩ কিঃ মিঃ
কাচা রাস্তা	২২৯ কিঃমিঃ
হেরিং বোন/ডব্লিউবিএম রাস্তা	৫ কিঃ মিঃ
ব্রীজ/পুল/কালভার্ট	৩৭৩ টি

- আনসার ও ভিডিপি সংক্রান্ত তথ্য ঃ ভিডিপি সদস্য-১৫০০ জন, আনসার সদস্য-৭০০ জন।
- প্রধান প্রধান ফসল ঃ ধান, পাট, আখ, সরিষা, ডাল, চিনাবাদাম, শাক-সবজি, পিয়াজ, রসুন, আদা, আলু, হলুদ,মরিচ, তামাক, গম ইত্যাদি।
- প্রধান প্রধান ফল ঃ আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, পেঁপে, জাম, পেয়ারা, লেবু, ইত্যাদি।
- ডাকঘর ঃ ০৯ টি।
- টেলিফোন অফিস ঃ ০১ টি।
- পল্লী বিদ্যুৎ অভিযোগ কেন্দ্র ঃ ০১ টি।
- উপজেলা ভূমি অফিস ঃ ০১ টি।
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস ঃ ০৬ টি।
- মোট কৃষি জমির পরিমাণ ঃ ১২৯৫৬.০০ হেক্টর।
- আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ ঃ ১২০৩৩.০০ হেক্টর।
- সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ঃ ১১৫০০.০০ হেক্টর।
- সেচযোগ্য জমির পরিমাণ ঃ ১০০৫.০০ হেক্টর।

একনজরে নির্মিত শেখ হাসিনা ধরলা সেতুর তথ্য ঃ

০১	প্রকল্পের নাম	ঃ	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।
০২	বাস্তবায়ন কাল	ঃ	জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ পর্যন্ত।
০৩	চুক্তি মূল্যা	ঃ	১৯১,৭৬,৬৩,২২৩.৫৮ (একশত একানব্বই কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ তেষট্রি হাজার দুইশত তেইশ টাকা আটান্ন পয়সা মাত্র)
	মূল ব্রীজ নির্মাণ	ঃ	টাকা ১৩৩,৭২,৫৬,৯০৬.০৬
	ফুলবাড়ী অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	ঃ	টাকা ৪,৭৬,০১,৮১৫.০৬
	লালমনিরহাট অংশে সংযোগ সড়ক নির্মাণ	ঃ	টাকা ৮,৮৩,৮৭,৩৫২.৪৭
	সেতু বিদ্যুতায়ন ও আলোকিতকরণ	ঃ	টাকা ৮৫,৭২,১৫০.০০
	নদী শাসন	ঃ	টাকা ৪৩,২৮,৪৫,০০০.০০
০৪	কাজ শুরুর তারিখ	ঃ	২৪/০৪/২০১৪ ইং
০৫	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঃ	৩০/০৬/২০১৭ ইং
০৬	ব্রীজের বিবরণ	ঃ	
	দৈর্ঘ্য	ঃ	৯৫০ মিটার (৩১১৬ ফুট), লেনঃ ডাবল
	প্রস্থ	ঃ	৯.৮ মিটার (৩২ ফুট)
	বহন পথ	ঃ	৭.৩২ মিটার (২৪ ফুট)
	যাত্রী পারাপার পথ	ঃ	১.০০ মিটার (উভয় পার্শ্বে)
	স্প্যান	ঃ	১৯ টি
	Pier এর সংখ্যা	ঃ	১৮ টি
	প্রতিটি স্প্যান এর দৈর্ঘ্য	ঃ	৫০ মিটার।
	পাইলের সংখ্যা	ঃ	২৪০ টি।
	পাইলের দৈর্ঘ্য	ঃ	৩৮ হতে ৪২ মিটার।

	পাইলের Dia	ঃ	১০০০ হতে ১২০০ মিঃ মিঃ।
	MinM Vertical Clearance	ঃ	৭.৬২ মিটার।
০৭	নদী শাসন	ঃ	ফুলবাড়ী অংশে ১২৮৮ মিটার, লালমনিরহাট অংশে ২১৮৮ মিটার
০৮	জমি অধিগ্রহণের পরিমাণ	ঃ	১৩.৬৫৬ একর (ফুলবাড়ী অংশে ২.৯৬ একর, লালমনিরহাট অংশে ১০.৬৯৬ একর)
০৯	সংযোগ সড়ক	ঃ	২৮৭২ মিটার (ফুলবাড়ী অংশে ৮৪২ মিটার, লালমনিরহাট অংশে ২০৩০ মিটার)
১০	বৃক্ষরোপণ	ঃ	৩ কিঃ মিঃ।
১১	উপকারভোগী উপজেলা	ঃ	কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী, নাগেশ্বরী ও ভুরুঙ্গামারী এবং লালমনিরহাট জেলার সদর উপজেলা।

১.১০: বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের তথ্য:

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা কৃষি অফিস রয়েছে। এই অফিসটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও জেলার উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিসের কার্যক্রম:** উপজেলা কৃষি অফিসের ভূমিকা হচ্ছে একটি যথাযথ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা বৃদ্ধি ও কৃষক পর্যায়ে চাহিদা ভিত্তিক সেবার মান নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা কৃষি অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- উচ্চমূল্য শস্য উৎপাদন ও শস্য বহুমুখীকরণসহ বাণিজ্যিক কৃষি উন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, লাগসই কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার এবং মডেল কৃষি খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- সার, বীজ ও সেচসহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- দানাদার ফসল, পাট, ফল ও শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান;
- ভূ-উপরিস্থিত পানির সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সেচ ও পানি নিষ্কাশনের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- কৃষি বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে কৃষিতে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার ও গ্রহণে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান
- এবং কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ব্লক পর্যায়ে কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কৃষকদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা কৃষি অফিসার।

৪। গত ৫ বছরে কি কি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছিল?

ক্রমিক নং	গ্রহনকৃত প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দের পরিমান	মন্তব্য
১	সমন্বিত কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরন প্রজেক্ট (আইএপিপি)	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	২১০০	৩০০	
২	এনএটিপি	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	২৪০০	২৫০	
৩	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ধান, গম পাট বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০০০	১৫	
৪	খামার যান্ত্রিকীকরণ	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০,০০০	১২৫	
৫	চরাঞ্চলে নিরাপদ মাঁষিট কুমড়া উৎপাদন	টেপামধুপুর, বালাপাড়া	২০০	২	
৬	আইএএনএফপি	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	৫০০০	৭০	
৭	আইপিএম	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০,০০০	৪০	
৮	আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে ডাল,তেল ও পেয়াজ বীজ উৎপাদন,সংরক্ষণ ও বিতরন প্রকল্প	সকল ইউনিয়ন/ পৌরসভা	১০০০	১৫	

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য

১। **অফিসের নাম ঃ** উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।

২। **অফিস পরিচিতি ঃ** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে । এই অফিসটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও জেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিস কার্যক্রম ঃ** উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হল - মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর উপবৃত্তি বিতরণ, প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি/ম্যানেজিং কমিটি গঠনে দায়িত্ব পালন করা, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও মনিটর করা, পাবলিক

পরীক্ষা সমন্বয় করা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ করা, নির্ধারিত ফরমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য সরবরাহ করলে যাচাই- বাছাইয়ের পর কোটা অনুসারে বরাদ্দ দেওয়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ তদারকি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাময়িক, বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষা অনুষ্ঠান সমন্বয় করা, জঙ্গী বিরোধী সভা, মাদক বিরোধী সভা, বাল্য বিবাহ বিরোধী সভা, ইভটিজিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভা, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি নবায়নের জন্য পরিদর্শন করা ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয়-ব্যয় নিরীক্ষা করা ।

৪। **অফিসের জনবল কাঠামো ঃ** অফিসের প্রধানের পদবী- উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, তাঁকে সহায়তার জন্য ০১জন সহকারি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ২জন ৩য় শ্রেণীর ও ২জন ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার মৎস্য অফিসের তথ্য

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা মৎস্য অফিসারের কার্যালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** প্রতিটি উপজেলায় একটি করে উপজেলা মৎস্য অফিস রয়েছে। এই অফিসটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ও বিভাগের উপ-পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।

৩। **অফিসের কার্যক্রম:** উপজেলা মৎস্য অফিসের ভূমিকা হচ্ছে দেশের অর্থনীতিতে মৎস্যখাতের অবদান বিবেচনায় এনে মৎস্যসম্পদের স্থায়িত্বশীল সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, মৎস্যচাষ ও মৎস্যসম্পদ ব্যবস্তাপনায় পরিবেশ ও সমাজবান্ধব নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর, গ্রামীণ বেকার ও ভূমিহীনদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। এ লক্ষ্যে উপজেলা মৎস্য অফিসের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে:

- উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর পরিবেশ বান্ধব উচ্চমূল্যের প্রজাতির মাছ চাষে উদ্যেক্তা সৃষ্টি ও পরামর্শ প্রদান;
- উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে, লাগসই আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং প্রদর্শনী খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- চুন, সার, উচ্চবৃদ্ধি ও ভাল মানের পোনা মজুদ পূর্বক আধুনিক পদ্ধতিতে মাছচাষ সংক্রান্ত উপকরণের প্রাপ্তিস্থান ও ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ প্রদান;
- কার্পজাতীয় মাছের পাশাপাশি উচ্চমূল্যের অধিক ঘণত্বে চাষোপযোগী দেশীয় প্রজাতীর শিং, মাগুর, পাবদা, গুলশা টেংরা মাছ উৎপাদনে পরামর্শ প্রদান;
- মৎস্য আহরণে সর্বোচ্চ পরিমিত মাত্রা বজায় রাখা ও জলজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- মৎস্যচাষ বিষয়ক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারে কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মৎস্য সেক্টরে বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে এবং মৎস্যকুল রক্ষায় বিভিন্ন বিল-জলাশয়ে মৎস্য অভয়ারন্য স্থাপন ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;
- মৎস্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান
- এবং মৎস্য পরামর্শ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে মৎস্যচাষিদের প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান।
- মৎস্যচাষে আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময় প্রশিক্ষন ও কর্মশালায় প্রান্তিক চাষিদের সম্পৃক্তকরণ।
- মৎস্যচাষের মৌলিক উপাদান গুণগতমানের মাছের পোনাপ্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নিয়মিত বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারী পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান।

৪। **অফিসের জনবল কাঠামো:**

ক) উপজেলা মৎস্য অফিসার
খ) সম্প্রসারণ অফিসার-১ জন
গ) সহকারী মৎস্য অফিসার-১ জন
ঘ) ক্ষেত্র সহকারী -২ জন
ঙ) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক-১ জন
চ) অফিস সহায়ক-১ জন
ছ) ঝাড়ুদার-১ জন

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা মৎস্য অফিসার।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা সমাজসেবা অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রানাধীন সমাজসেবা অধিদফতরের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের একটি দপ্তর হচ্ছে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, যা জেলা সমাজসেবা কার্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় উপজেলা পরিষদের অন্যতম একটি হস্তান্তরিত বিভাগ। এ কার্যালয়ের মাধ্যমে উপজেলাধীন সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বাস্তবায়ধীন সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। প্রতি ইউনিয়ন/পৌরসভার দায়িত্বে একজন ইউনিয়ন সমাজকর্মী/পৌর সমাজকর্মী/কারিগরী প্রশিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে বর্তমানে কোন কার্যালয় সেট আপ না থাকলেও নবনির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে সমাজসেবা বিভাগের জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস সেট আপের বিষয়টি ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাধীন রয়েছে।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক বর্তমানে দেশব্যাপী প্রায় ৪৮ (আটচল্লিশ) টি কর্মসূচী পরিচালিত হচ্ছে। তম্মর্ধে কুড়িগ্রাম জেলা সমাজসেবা কার্যালয়াধীন উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে ঃ

- বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম।
- বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা দুঃস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম।
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম।
- মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা কার্যক্রম।
- দলিত, হরিজন ও বেদে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৫০ উর্দ্ধো দলিত, হরিজন ও বেদে জনগোষ্ঠীর অসচ্ছল ও অক্ষম ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা কার্যক্রম।
- পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আর.এস.এস) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আর.এম.সি) কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম (সুদ মুক্ত ক্ষুদ্রঋণ)।
- হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে গরীব, দুঃস্থ ও অসহায় রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ নিবন্ধন, নিয়ন্ত্রণও বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অনুদান প্রদান।
- উপজেলা সমাজকল্যাণ পরিষদের মাধ্যমে অসহায়, গরীব ও দুঃস্থদের সাহায্য প্রদান।
- শিশু আইন/২০১৩ এর আলোকে প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিস প্রদান।
- সরকারি শিশু পরিবারের মাধ্যমে এতিম শিশুদের লালন-পালন।
- সমাজসেবা অধিদফতরের নিবন্ধন প্রাপ্ত বে-সরকারি এতিমখানায় বসবাসরত নিবাসীদের ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদান।
- ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান কার্যক্রম।
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় প্রতিবন্ধীদের ডাক্তার কর্তৃক চুড়ান্ত শনাক্তকরণ, ডাটাবেইজ প্রনয়ণ ও পরিচয় পত্র প্রদান।

৪। অফিস প্রধানের নাম পদবী ঃ উপজেলা সমাজসেবা অফিসার।

৫। আওতাধীন অফিস ঃ বর্তমানে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আওতাধীন কোন অফিস নেই। তবে অত্র বিভাগের ক্রমবর্ধমান কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পর্যায়ে অফিস স্থাপনের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন রয়েছে।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ কর্মক্ষম যুব সমাজ একটা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। মানব সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এটি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে,প্রস্তের যুগ হতে আধুনিক সমাজ বির্নিমানে অবদান রয়েছে যুবক ও যুব মহিলাদের অবিস্মরণীয় উদ্ভাবন,দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বে আর নিরলস পরিশ্রম। এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ বিনির্মাণের পথ-পরিক্রমায়" ৫২এর ভাষা আন্দোলন,'৬৬এর ৬ দফা আন্দোলন ,'৬৯এর গণ আন্দোলন, সর্বোপরি আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যুব সমাজের ভুমিকাই ছিল মুখ্য। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪,১৭ ও ২০ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণীসহ সমগ্র জনগনের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়নের কাজ শুরু হয় এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেও যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্ম-পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়। অতঃপর দেশের যুব সমাজকে যুব শক্তিতে পরিনত করার ব্রত নিয়ে ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রনালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়,

পরবর্তীতে যার নামকরণ করা হয় যুবওক্রীড়ামন্ত্রণালয়। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর-যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতাধীণ। অত্র ফুলবাড়ী উপজেলা কার্যালয়টি ১৯৯৭-১৯৯৮ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত হয়।যা শুরু থেকে বিভিন্ন যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।

৩। **অফিসের কার্যক্রম ঃ** বেকার যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধি মুলক প্রশিক্ষণ, আত্নকর্মী বৃদ্ধি, যুব ঋণ প্রদান, যুব সংগঠনকে তালিকা ভূক্তিকরণ, অনুদান প্রদান, বিভিন্ন দিবস পালন ও যুবদের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমুলক বিভিন্ন কার্যক্রম।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসের তথ্য

১। অফিসের নামঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিসের পরিচিতিঃ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ফুলবাড়ী হাসপাতাল।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ-

- মন্ত্রনালয় ও অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী জনস্বার্থে বিভাগীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা ।
- উপজেলায় স্বাস্থ্য সেবা মুলক কাজের মনিটারিং ও বাস্তবায়ন করা ।
- শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষে ইপিআই কাজ জোরদার করা ।
- উপজেলায় শিশু ও মাতৃ প্রজনন স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে পঃ পঃ বিভাগকে সহায়তা করা।
- পৌলিও, হাম ও যক্ষা সহ মোট ০৯টি রোগের টিকা দেওয়া হয়।
- উপজেলায় মাঠকর্মীদেরকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে ডায়রিয়া রোগের উচ্ছেদ করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিভাগের সফলতার কারনে এ দেশের গড় আয়ু বৃদ্দি পায়।
- ম্যালেরিয়ার মত ঘাতক রোগ স্বাস্থ্য কর্মীদের দ্বারা নির্মুল করা হয়।
- স্বাস্থ্য বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের সফলতার কারনে এ দেশ থেকে গুটি বসন্ত রোগ নির্মুল করা হয়।
- স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহিঃ বিভাগ,আন্তঃ বিভাগ,ও জরুরী বিভাগের রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা ।
- আর্সেনিকের মত ঘাতক রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা ।
- যক্ষা ও কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- খাদ্য দ্রব্যে ভেজাল রোধে।

৪। অফিস প্রধানের পদবীঃ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসের তথ্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে ১৯৭৫ সালে মহান স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বলেন, **"একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, প্রত্যেক বৎসর আমাদের ১৮ থেকে ২০ লক্ষ লোক বাড়ে। আমার জায়গা হল ৫০ হাজার বর্গ মাইল। যদি আমাদের প্রত্যেক বৎসর ৩০ লক্ষ লোক বাড়ে তাহলে ২৫/৩০ বৎসরে বাংলার কোন জমি থাকবে না হাল চাষ করার জন্য। বাংলার মানুষ বাংলার মানুষের মাংস খাবে। সে জন্য আমাদের পপুলেশন কন্ট্রোল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে"**

০১। **অফিসের নাম:** উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

০২। **অফিস পরিচিতি:** উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

০৩। **অফিসের কার্যক্রম:**

- পরিবার পরিকল্পনাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা সহজলভ্য করে সক্ষম দম্পতিদের কাছে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- সকল সক্ষম দম্পতি বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাড়ি বাড়ি সেবা ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা এবং মাঠ পর্যায় হতে রেফারেল ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- অবহিতকরণ ও স্বেচ্ছায় সম্মতির ভিত্তিতে সকল সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহ প্রদান করা;
- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত তথ্য ও সেবার অপূর্ণ চাহিদা সম্বলিত দম্পতিদের চিহ্নিত করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা;
- নব-দম্পতি, কিশোর-কিশোরী ও এক বা দুই সন্তানের দম্পতিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা সেবার আওতায় নিয়ে আসা;
- বিদ্যমান উপজেলা, ইউনিয়ন ও কমিউনিটি পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেবা কেন্দ্র সহ স্যাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রহিতা সেবা নিশ্চিত করা;
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে দিবা-রাত্রি (২৪/৭) স্বাভাবিক প্রসব সেবা নিশ্চিত করা;
- সাধারণ রোগী সহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা ইত্যাদি।

অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (UFPO)

আওতাধীন অফিস সমূহ: মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র (MCWC) ০১ টি, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র (UH&FWC) ০৪ টি।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম: উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
২। অফিসের পরিচিতি: সেবা প্রতিষ্ঠান
৩। অফিসের কার্যক্রম: দাতব্য চিকিৎসালয়
৪। অফিসের জনবল কাঠামো: ১১জন
৫। অফিস প্রধানের পদবী: উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ।
৬। প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যাবলী ঃ

- পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ঃ ০১ টি
- কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ঃ ০১ টি
- কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট - ঃ ১৫টি
- পশু পাখি কল্যান কেন্দ্র ঃ ০০ টি
- বায়ো গ্যাস প-্যান্ট ঃ ৫৭ টি
- দুগ্ধ উৎপাদন সমিতি ঃ ০৬ টি
- স্থায়ী ঘাসের প-ট ঃ ৫২ টি
- গাভীর খামার ঃ ৭৭৬ টি
- ছাগল খামারের সংখ্যা ঃ ১০৮ টি
- ভেড়ার খামারের সংখ্যা ঃ ৪৯ টি
- লেয়ার খামার ঃ ৩৭ টি
- ব্রয়লার খামার ঃ ১৩৮ টি
- হাঁস খামার ঃ ৩০৫ টি

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম: বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
২। অফিস পরিচিতি: উপজেলা চত্বরের পশ্চিম পার্শ্বে উপজেলা পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত জায়গায় নিজস্ব ভবনে অফিসের অবস্থান যাতে ০১টি প্রশিক্ষণ হলরুম ০৪টি রুম ও ০২টি শৌচাগার আছে।
৩। অফিসের কার্যক্রম: সমিতি/দল গঠনের মাধ্যমে পুঁজি গঠন, পেশাগত প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।
৪। অফিসের জনবল কাঠামো: ইউআরডিও-০১, এআরডিও-০২, হিসাবরক্ষক-০২, হিসাব সহকারী-০১, অফিস সহকারী-০২, পরিদর্শক-০১, মাঠসংগঠক-১০, মাঠ সহকারী-০১, প্রডাকশন ম্যানেজার-০১, ক্রেডিট সুপারভাইজার-০১, অফিস সহায়ক-০২, নৈশ প্রহরী-০১ জন, অফিস প্রধানের পদবি: উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা
৫। আওতাধীন অফিস: ইউসিসিএ লি:, পদাবিক, সদাবিক, পল্লী প্রগতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা, গুচ্ছগ্রাম, উদকনিক, অপ্রধান শস্য

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলার মহিলা বিষয়ক অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
২। অফিস পরিচিতি ঃ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।
৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ ভিজিডি, দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকালভাতা প্রদান কর্মসূচি, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ,ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম, মহিলা সমিতি নিবন্ধন ও অনুদান প্রদান, বাল্যবিবাহ ও নারী শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ।
৪। অফিস প্রধানের পদবি ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
আওতাধীন অফিস ঃ নাই
৫। এই বিভাগের বিস্তারিত তথ্য ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পরিমান
০১	ভিজিডি	৩২০০ জন। জনপ্রতি মাসে ৩০ কেজি হারে খাদ্য শস্য পায়।

০২	মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি	৯১২ জন। জনপ্রতি মাসে ৮০০/- হারে ভাতা পায়।
০৩	ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা	৪০০ জন। জনপ্রতি মাসে ৮০০/- হারে ভাতা পায়
০৪	প্রশিক্ষণ	প্রতিব্যাচে ৫০ জন। জনপ্রতি ৬০দিনে ৬০০০/-হারে ভাতা পায়
০৫	ক্ষুদ্রঋণ	বরাদ্দ সাপেক্ষে
০৬	সমিতির অনুদান	বরাদ্দ সাপেক্ষে
০৭	বাল্য বিবাহ ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ	অভিযোগ এর প্রেক্ষিতে

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় রয়েছে। এই অফিসটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের অধিনে ও জেলা ত্রান ও পুণর্বাসন কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ।

৩। অফিসের কার্যক্রম ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্য়ালয়ের কার্যক্রমঃ

- গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসুচি।
- গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি, আর) কর্মসুচি।
- গ্রামীন রাস্তায় কম-বেশী ১৫ মিটার দৈর্ঘ সেতু/কালভার্ট নির্মাণ।
- অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি।
- গ্রামীন মাটির রাস্তা সমুহে টেকসইকরণের লক্ষে হেরিং বোনবন্ড করণ প্রকল্প
- বন্যা আশ্রয়ন কেন্দ্র নির্মান
- দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মান প্রকল্প
- জেলা ত্রানগুদাম নির্মান প্রকল্প
- মুজিব কিল্লা নির্মান প্রকল্প
- উপকুরীয় অঞ্চলে মাল্টি পারপাস ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মান
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (জি আর চাল/জিআর নগদ টাকা/দুম্বা/খেজুর/ভিজিএফ/ঢেউটিন/শীতবস্ত্র বিতরন)
- দূর্যোগ ঝুকিহ্রাস কর্মসুচি।

৪। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাকে সহায়তা করার জন্য রয়েছে একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলী, যিনি মাঠ পর্যয়ে চলমান ও বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প ও কাজেসহায়তা করেন। রয়েছেন একজন অফিস সহকারী কাম– কম্পিউটার অপারেটর। অফিস সহকারীকে সার্বিক ভাবে সহায়তা করার জন্য রয়েছে অফিস সহায়ক।

৫। অফিস প্রধানের পদবী ঃ উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অফিসের তথ্য

১। অফিসের নামঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতিঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন উপজেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, যাহা বাংলাদেশের প্রতি উপজেলায় বিদ্যমান।

৩। অফিসের কার্যক্রম : উক্ত প্রতিষ্ঠান পল্লী পানি সরবারাহ, পৌর পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন কার্যক্রম বাস্থবায়নসহ পরিদর্শন, মনিটরিং ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

৪। অফিসের জনবল কাঠামেঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী-১জন, সি সি টি-১জন, নলকূপ মেকানিক-২জন, অফিস সহায়ক-১জন, নিরাপত্তা প্রহরী-১জন, স্যানিটেশন কাজের জন্য ম্যাশন-১জন।

অফিস প্রধানের পদবীঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধীদপ্তর।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্য ঃ

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিস, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিসের কার্যক্রম ঃ বিদ্যালয় পরিদর্শন, ব্যবস্থাপনা ও একাডেমিক সুপারভিশন।

৩। অফিসের জনবল কাঠামো ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার-০১ (এক) জন, সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার-০৪ (চার) জন, উচ্চমান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক-০১(এক) জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর-০২ (দুই) জন। হিসাব সহকারী-০১ (এক) জন পদ শূণ্য আছে এবং অফিস সহায়ক-০১ (এক) জন পদ শূণ্য আছে।

৪। অফিস প্রধানের পদবি ঃ উপজেলা শিক্ষা অফিসার (ইউ.ই.ও)

৫। আওতাধীন অফিস ঃ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা সমবায় অফিসের তথ্যঃ

১। **অফিসের নাম:** উপজেলা সমবায় কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। **অফিস পরিচিতি:** বাংলাদেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সমবায় অফিস রয়েছে। এটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ও জেলা সমবায় অফিসার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি সরকারী অফিস। ইহা উপজেলা পরিষদ ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম এর হস্তান্তরিত একটি বিভাগ।

৩। **অফিসের কার্যক্রম :** সমবায় বিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গুলি হলঃ

- সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রদান,
- সমবায় সমিতির বার্ষিক অডিট কার্যক্রম সম্পাদন,
- সমবায় সমিতির, ব্যবস্থাপনা কমিটি / অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন,
- সমবায় সমিতির নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা
- সমবায় সমিতির পরিদর্শন কার্যক্রম,
- অভিযোগের আলোকে সমবায় সমিতির তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা
- সমবায় সমিতির অবসায়ন কার্যক্রম সম্পাদন
- সমবায় সমিতির আর্থিক কার্যক্রম তদারকী
- সমবায় সমিতির সদস্যদের ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ প্রদান
- সমবায় সমিতির সদস্যদের ট্রেড ভিত্তিক বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান
- সমবায় সমিতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্পের মাধ্যমে সমবায় সমিতির সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা
- সমবায় সমিতির নিট লাভের ভিত্তিতে রাজস্ব আদায় নিশ্চিত করা হয়
- সমবায় সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ও রেকর্ড পত্র লিপিবদ্ধ করনে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা প্রদান।

৪। **অফিসের জনবল কাঠামো :** উপজেলা সমবায় কার্যালয়ের অফিস প্রধানের পদবী হল উপজেলা সমবায় অফিসার। তাছাড়া রয়েছে সহকারী পরিদর্শক ০২ (দুই) জন। অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১ (এক) জন ও অফিস সহায়ক ০১ (এক) জন। আওতাধীন অফিস নেই।

৫। অফিস প্রধানের পদবী : উপজেলা সমবায় অফিসার।

৬। আওতাধীন অফিস : নাই ।

এক নজরে ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকৌশলী (এজিইডি) অফিসের তথ্য

১। অফিসের নাম ঃ উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

২। অফিস পরিচিতি ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় সরকার পলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

৩। অফিসের কার্যক্রমঃ

- পাঁকা সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ক্ষুদ্র পানি সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- অন পেভমেন্ট ও অফ-পেভমেন্ট রক্ষণাবেক্ষণ (এলসিএস)।
- এমএমটি দ্বারা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ।
- উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।

- উপজেলা পরিষদের আওতায় আবাসিক ভবনসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণ।
- মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ।
- হাট বাজার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।
- Road ও nventory ও ম্যাপ প্রস্তুত করণ।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান।
- উপজেলা পরিষদের আওতায় প্রকল্পসমূহ বাস্ড়বায়ন ও কারিগরী সহায়তা প্রদান।

১.১১ উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাঠামো ও জনবল সংখ্যা।

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস-চেয়ারম্যান (পুরুষ)	১	১	০
৩	ভাইস-চেয়ারম্যান (মহিলা)	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	জিপ গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	১	১
৭	মালি	১	১	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	১	০
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩	৩	০
৫	জিপ চালক	১	১	০
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	১	০
৭	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

১.১২ উপজেলার মানচিত্র

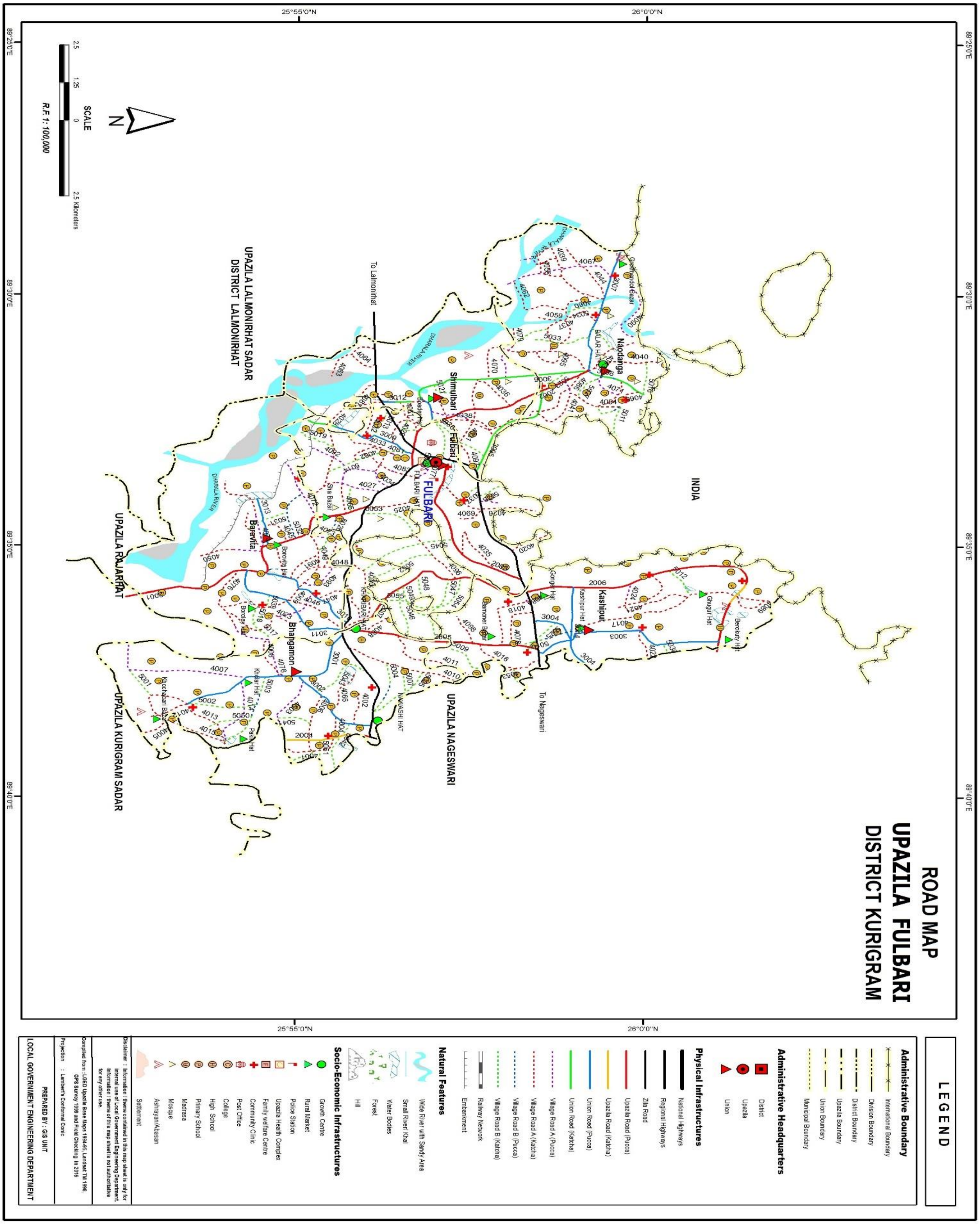

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পরিস্থিতি বিশ্লেষন

২.১ পরিস্থিতি বিশ্লেষন হচ্ছে উপজেলার বাস্তব অবস্থার একটি চিত্রায়ন। পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষন ও সন্নিবেশন এমন ভাবে করতে হবে যাতে সম্ভব্য সকল সম্পদ ব্যবহার করে কৌশলগত উদ্ধেশ্য অর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহনে তা সহায়তা করে। পরিস্থিতি বলতে উপজেলায় বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত কওে এমন অভ্যন্তরিন বাহ্যিক কারনগুলোর সম্বলিত বিশ্লেষনকে বোঝায়। তথ্য ও উপাত্ত বিশদভাবে বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে উপজেলার মূখ্য উন্নয়ন সম্ভবনা, সুযোগ, সীমাবদ্ধতা, চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি প্রধান উন্নয়ন অগ্রাধিকার গুলির সনাক্তকরণ জরুরী। অতিতের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো গুরুত্বপূর্ণ (যেমন:- আগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা হতে প্রাপ্ত শিক্ষা)। কোন লক্ষ অর্জিত হয়েছে এবং কোন লক্ষ অর্জন করা যায়নি এবং কেন অর্জন করা যায়নি সেটা জানতে হবে। কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেছে এবং কোন উন্নয়ন উদ্দ্যোগ কাজ করেনি? কোন পন্থায় কাজটি গতিশীল করা প্রয়োজন বা কোন পন্থায় বাতিল করা প্রয়োজন? মোদ্দাকথা হলো বর্তমান করা পরিকল্পনার জন্য অতীতের উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপজেলা প্রয়োজনিয় শিক্ষা গ্রহন করবে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিস্থিতি বিশ্লেষনে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির পরিবর্তে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমুহকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে; কেননা বাষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা। যেখানে উপজেলাকে অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র বা উন্নয়নের জন্য খাত চিহ্নিত করতে হয়। অপরদিকে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট প্রকল্প অথবা পদক্ষেপ চিহ্নিত করতে হবে।

উপজেলার খাতভিত্তিক বিশ্লেষনে প্রতিটি খাতের জনকেন্দ্রিক সমস্যা চিহ্নিত করে তার অবস্থান, পরিমান ও কারন সমস্যা সমাধানে চলমান কার্যাবলীকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং চলমান কার্যাবলী শেষে ৫ বছর পর আর কতটুক সমস্যা থাকবে তা চিহ্নিত করে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহনের সুপারিশ করা হয়েছে। উপজেলা পরিষদ তার সক্ষমতা অনুযায়ী সুপারিশ থেকে কার্যক্রম গ্রহন করেছে। অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরন বিষয়ক উপজেলা কমিটি ও টিজিপি পরিস্থিতি বিশ্লেষনে উপজেলাকে সহযোগীতা করেছে।

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিস্থিতি বিশ্লেষনে আর্থসামাজিক সূচকে তাদের অবস্থানের কারন অনুসন্ধান করেছে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে স্বাস্থ্য খাতে উপজেলা সরকারী হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমুহের অবকাঠামো ও উপকরনের অপ্রতুলতার কারনে আগত রোগীদের মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রসমুহে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারীর সুবিধা অপ্রতুল। জনস্বাস্থ্য খাতে উপজেলার চর এলাকার প্রায় ৫৫০০ দরিদ্র পরিবার নিরাপদ স্যানিটেশন ও খাবার পানি ব্যবহারের আওত্বায় নেই। শিক্ষাখাতে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। অপ্রতুল অবকাঠামো, শিক্ষা গ্রহনে উন্নত পরিবেশ ও উপকরন সংকট এর অন্যতম কারন। একই সাথে দরিদ্র ছাত্রীদের যাতায়াত সমস্যা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরনের অভাব, বাল্যবিবাহ, ছাত্রীবান্ধব স্যানিটেশনের অনুপস্থিতির কারনে বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের উপস্থিতি কম। সরকার স্থানীয় পর্যয়ে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য রাস্তা,ঘাটের উন্নয়নে ব্যাপক বরাদ্দ প্রদান করেন। উপজেলা পরিষদের সীমিত অর্থে বৃহত্তর পাকা সড়ক নির্মান কষ্টকর বিধায় উ্পজেলা পরিষদ ছোট ছোট সংযোগ সড়ক, গার্ডওয়াল, কালভার্ট, ড্রেন, সড়কবাতি নির্মানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে রয়েছে উপজেলাটি অপার সম্ভবনা। তিস্তার পাদদেশে পলল বাহিত উর্বব ভূমি এখানকার কৃষি স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে জাতীয় পর্যায়ে খাদ্য ও কৃষিজাত পন্যের যোগানে ভূমিকা পালন করবে। তাই কৃষকের পন্য উৎপাদনে খরচ কমিয়ে আনার জন্য কৃষির আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে পাকা নালা স্থাপন, সোলার চালিত পাম্প স্থাপন সহ কৃষকদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একটি জাতীর উন্নয়ন নির্ভর করে তার যুব শক্তির উপর। উপজেলার যুবসমাজহে আধুনিক ও মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে জনসম্পদে রুপান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এছাড়াও অন্যান্য খাতের তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনের সুপারিশ করেছে।

২.২ বিভাগ ভিত্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষনঃ

খাত	সমস্যাসমুহের বিবরণ				সম্প্রতিক চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলি	৫ বছর পর অবশিষ্ঠ সমস্যা	সমস্যা সমাধানে যেসকল কার্যক্রম গ্রহন করা যেতে পারে
	সমস্যার ধরন	অবস্থান	পরিমান/বিস্তৃতি	কারণ			
কৃষি বিভাগ	মাত্রাতিরিক্ত বালাইনাশকের ব্যবহার	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	৩০০০০ টি কৃষি পরিবার	১. বালাইনাশকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ২. নিরাপদ/জৈব বালাইনাশকের পরিচিতির অভাব	১।নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ২। কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা ৩। নিরাপদ/জৈব বালাইনাশক সহজলভ্য করা	১০০০০ টি ¸কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। নিরাপদ ফসলের পৃথক বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করা ২।নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ৩। কৃষকদের প্রশিক্ষিত করা ৪। নিরাপদ/জৈব বালাইনাশক সহজলভ্য করা
	বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	৩০০০০ টি কৃষি পরিবার	১।শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তার অভাব ২। অস্থিতিশীল বাজার ব্যবস্থা	১। শিক্ষিত কৃষি উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা ২। বানিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন ৩। বাজার ব্যবস্থার আধুনিকায়ন	অবশিষ্ট ১০% কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে বনিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপনের চ্যালেঞ্জ	অবশিষ্ট ১০% কৃষকদের দল গঠনের মাধ্যমে বনিজ্যিক কৃষি খামার স্থাপন করা

	কৃষকেরা কৃষি উৎপাদন হতে আর্থিক ভাবে কম লাভবান হচ্ছে।	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	২০০০০টি কৃষি পরিবার	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের জ্ঞান ও ধারনা কম থাকা। ২। পাকা সেচ নালা না থাকার দরুন সেচের ২৫% পানি অপচয় হচ্ছে। ৩। বিদ্যুৎ ও ডিজেল খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে।	১। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, মাটির স্বাস্থ্য সুষম সারের ব্যবহার বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষিত করে তোলা ২। পাকা সেচ নালা তৈরি করা	১০০০০ টি, কৃষক পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। ১০০০০ টি কৃষক পরিবার কে জৈব সার উৎপাদনের কৌশল সর্ম্পকিত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। সোলার চালিত পাম্প/গভীর নলকুপ স্থাপন করা যেতে পারে। ৩। ২০০০ মিটার পাকা সেচ নালা তৌরী করা যেতে পারে।
মাধ্যমিক শিক্ষা	উপজেলায় মাদ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার আশানুরুপ নয়।	ফুলবাড়ী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।	২৩,০০০ ছাত্র-ছাত্রী	১। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশের অভাব রয়েছে। ২। বিদ্যালয়ের শ্রেনীকক্ষ জরার্জীর্ন দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেনীকক্ষ সংকট। ৩। ছাত্র/ছাত্রীদেও জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পৃথক স্যানিটেশন ব্যবস্থা নেই। ৪।বিদ্যালয় সমুহে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সেটের অভাব। ৫। সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে উপকরনের অভাব ৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষ করে মেয়ে শিক্ষার্থীরা ইভটিজিং এর স্বীকার।	মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ হতে ৬ টি প্রতিষ্ঠানে/ বিদ্যালয়ে ৪ তলা বিশিষ্ঠ ভবনের নির্মান কাজ চলছে।	৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭টি মাদ্রাসায় দূর্বল অবকাঠামো, শ্রেনীকক্ষ সংকট, স্যানিটেশন সমস্যা, আসবাবপত্র ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টও সংকট থাকবে।	১। ৩৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৭টি মাদ্রাসা ও ৫টি কলেজে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শ্রেনীকক্ষ নির্মান করা যেতে পারে। ২। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও পানির ফিল্টার প্রদান করা যেতে পারে। ৩। কমপক্ষে ২০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১০ টি মাদ্রাসায় ওয়াশব্লক নির্মান করা যেতে পারে। ৪। ৩০০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষ উপকরন দেয়া যেতে পারে। ৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমুহে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও নারি নির্যাতন বিরোধী ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা যেতে পারে।
	নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যয়ে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীদের আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি (বিজ্ঞান, ইংরেজী, ও গনিত) বিষয়ে ধারনা কম।	ফুলবাড়ী উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা।	২৬০ শিক্ষক ও ৫০ জন কর্মচারী	১। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের অভাব সহ মাল্টিমিডিয়া কনটেইন্ট। তৈরীতে শিক্ষকদের দক্ষতার অভাব। ২। কর্মচারীরা নথি ব্যবস্থাপনায় কোন প্রশিক্ষণ পান না।	কার্যক্রম নেই।	২৬০ শিক্ষকের মাল্টিমিডিয়া কনটেইন্ট তৈরীর ও ৫০ জন কর্মচারীর আইসিটি বিষয়ের উপর ধারনা কমে যাবে।	১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের ব্যবস্থা করা সহ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২। ৫০ জন কর্মচারীর নথি ব্যবস্থাপনা ও আইসিটি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
মৎস্য বিভাগ	মাত্রাতিরিক্ত মৎস্য খাদ্যের দাম	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	২৮৬০ টি মৎস্য পরিবার	১. মৎস্য চাষে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব ২. মাছ চাষের উপকরণ ব্যয় অনেক বেশি	১।নিরাপদ মৎস্য উৎপাদনের জন্য প্রদর্শণী খামার স্থাপন ২। মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা ৩। নিরাপদ মৎস্য খাদ্য ও উপকরণ সহজলভ্য করা	৮০০ টি মৎস্য চাষির পরিবার প্রশিক্ষণ/প্রদর্শণী পাবে না	১। নিরাপদ মৎস্য খাদ্য সহায়তা প্রদান করা ২।নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন প্রদর্শণী স্থাপন ৩। মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষিত করা ৪। নিরাপদ মৎস্য চাষের উপকরণ সহজলভ্য করা
	মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	৩০০ টি জেলে পরিবার	১।মৎস্য সংরক্ষণ আইন ও এর সুফল জ্ঞানের অভাব ২। মৎস্য আবাসস্থল ও জলজ পরিবেশ দূষণ ৩। ডিম ওয়ালা, দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ বিলুপ্তি	১। মৎস্যজীবি ও জেলেদেও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ২। মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ৩। নিয়মিত মৎস্য সুরক্ষা আইন বাস্তবায়ন	৫ বছর পরে পুরাতন অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা চ্যালেঞ্জ	১ বছর পর পর পুরাতন অভয়াশ্রম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা।

যুব উন্নয়ন	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যলয়ে আগত সেবা গ্রহনকারীগণের যুগপোযোগী সেবা পাচ্ছেনা।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কার্যলয়	সেবাগ্রহীতাগণ	১। আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। ২। গতানুগতিক বরাদ্দ। ৩। দক্ষ প্রশিক্ষকের অভাব।	সীমিত পর্যায়ে	-	১। যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। ২। সময়োপযোগী খাতে বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। ৩। দক্ষ প্রশিক্ষক তৌরী করার উদ্দোগ নিতে হবে।
	হাসপাতাল, উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীগণ মানসম্মত সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছে	হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক	উপজেলার সকল জনসাধারন	১। স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমুহে বিদ্যুৎ সংযোগের ঘাটতি। ২। পর্যাপ্ত আসবাবপত্রের অভাব। ৩। ভবন সমুহ ভঙ্গুর, জীর্ণ। ৪। রোগীদের বসার ব্যবস্থা নেই। ৫।কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে বাউন্ডারী না থাকায় নিরাপত্তার অভাব রয়েছে।	কোন কার্যক্রম নেই	হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক হতে মানুষ সেবা বঞ্চিত হচ্ছে।	১। প্রতিষ্ঠান সমুহে সোলার সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। ২। স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহে আসবাবপত্র দেয়া যেতে পারে। ৩। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা যন্ত্রপাতি দেয়া যেতে পারে। ৪। কমিউনিটি ক্লিনিক সমুহ মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী করা যেতে পারে।
স্বাস্থ্য বিভাগ	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ আগত সেবা গ্রহনকারীগণ মানসম্মত সেবা গ্রহনে সমস্যা গ্রস্ত হচ্ছে।	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	২৫০০০ জন রোগী	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যাৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। ২। হাসপাতালে পর্যাপ্ত সংক্ষক চিকিৎসা সামগ্রী/যন্ত্রপাতি নেই। ৩। পৃথক নিরাপদ প্রসব কেন্দ্র নেই। ৪। হাসপাতালের বাইরে কোন টয়লেট নেই। ৫। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এর কোন ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই।	কার্যক্রম নেই	স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ আগত ২৫০০০ সেবা গ্রহনকারী সেবা হতে বঞ্চিত হবে।	১। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ শক্তিশারী জেনারেটর প্রদান। ২। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স -এ আসবাবপত্র ও চিকিৎসা যন্ত্রপাতি প্রদান করা যেতে পারে। ৩। ওটি রুমের যন্ত্রপাতি দেয়া যেতে পারে। ৪। নিরাপদ প্রসবকেন্দ্র নির্মান করা যেতে পারে। ৪। হাসপাতালের বাইরে কোন টয়লেট স্থাপন করা যেতে পারে। ৪। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে -এ আধুসিক ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট তৈরী করা যেতে পারে।
	পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতি গ্রহনের হার বৃদ্ধি	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	দুই বা তদুর্ধ সন্তান বিশিষ্ট পরিবার/ এক বা তদুর্ধ সন্তান বিশিষ্ট পরিবার/ নব বিবাহিত ও এক সন্তান বিশিষ্ট পরিবার	১). অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ ২). পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম ৩). বারবার পদ্ধতি নেয়ার ঝামেলা নেই ৪). বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক সম্পাদন ৫). সরকার নির্ধারিত অল্প প্রণোদনা প্রদান	১). মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মোটিভেশন ২). ক্যাম্পেইন পরিচালনার মাধ্যমে সম্পাদন	১). অনাহূত ভীতি ২). কুসংস্কার ৩). ধর্মীয় গোঁড়ামি ৪). গুজবে কান দেয়া ৫). জনবল ঘাটতি	১). ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা গ্রহণকারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা দিয়ে সহযোগিতা করা ২). সকল পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ৩). বিলবোর্ড স্থাপন ও লিফলেট বিতরণ করা ৪). বিদ্যমান বিভিন্ন কমিটির কার্যপরিধি বৃদ্ধি সহ নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও ফলোআপ নেয়া ৫). দুর্গম এলাকা/চরাঞ্চলে বিশেষ ক্যাম্পেইন করে অবগত করা ৬). সেবা কেন্দ্রের আধুনিকীকরণ
পরিবার পরিকল্পনা	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে স্বাভাবিক প্রসব সেবা বৃদ্ধি/ সিএসবিএ দ্বারা বাড়িতে স্বাভাবিক প্রসব সেবা/ মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	সকল গর্ভবতী মা ও ০-৫ বছর বয়সী শিশু	১). পরিকল্পিত গর্ভধারণ ২). ঝামেলা মুক্ত নিরাপদ প্রসব ৩). প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রদান ৪). প্রশিক্ষিত ব্যাক্তি কর্তৃক সম্পাদন ৫). সকল সেবা বিনামূল্যে প্রদান ৬). অপ্রয়োজনীয় সিজার রোধ	১). মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে মোটিভেশন ২). প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব বৃদ্ধি ৩). প্রয়োজনে উচ্চতর কেন্দ্রে রেফার ৪). ২৪/৭ স্বাভাবিক প্রসব সেবা চলমান	১). অনাহূত ভীতি ২). কুসংস্কার ৩). ধর্মীয় গোঁড়ামি ৪). গুজবে কান দেয়া ৫). জনবল ঘাটতি ৬). অযথা সিজার রোধ	

	পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ সভা/কর্মশালা	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	সকল সক্ষম দম্পতি	১). দাম্পত্যের শুরু থেকেই ধারণা থাকা প্রয়োজন ২). শ্রেণি বিন্যাস করে আলোচনা ৩). সুন্দর আগামির জন্য পরিকল্পিত পরিবার ৪). সুবিধা অসুবিধা আলোচনা করে স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা ৫). সেবা প্রাপ্তির জন্য মাঠকর্মী ও সেবা কেন্দ্রের পরিচিতি তুলে ধরা ৬). ড্রপ আউট ও অপূর্ণ চাহিদার হার হ্রাস করা	১). মাঠ কর্মীগণ বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে কার্যাদি সম্পন্ন করা ২). বাল্য বিয়ে রোধে পরামর্শ প্রদান	২০ %	৭). নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ ৮). উপজেলা পরিষদের সহযোগিতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক সভা/কর্মশালার আয়োজন করা ৯). ধর্মীয় ব্যক্তিদের নিয়ে আলাদা ফোরাম তৈরি ১০). সরকারি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে জোরদার সমন্বয় বাড়াতে হবে
প্রাণিসম্পদ	উপজেলার গবাদি পশু পালন কারি পরিবার গন আর্থিক ভাবে ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছেন	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলা	৪৭৮৪৬টি পরিবারের মধ্যে গরু-৭৯৭৮৩ ছাগল-৭৬৭৫৮ ভেরা-১০৩০০ মুরগি-৪৫৬৫৩০ হাঁস-২৬৬৯৭৪ কবুতর -১৪০১৫৩ মহিষ-১৫৭	১।গবাদি পশু -পাখিকে পর্যপ্ত পরিমানে সঠিক সময়ে টিকা,কৃমিনাষক প্রদান না করায় প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশু-পাখি বিভিন্ন রোগ জনিত কারনে বিষেশত ক্ষুরা ,ছাগল ভেরা পিপিআর ও দেশি মুরগি রানিক্ষেত রোগে মারা যায় । ২। গবাদি পশুর কৃমিনাষক প্রয়োগ ভ্যাক্সিনেষন ও পালন পদ্ধতি বিষয়ে পালন কারিদের দক্ষতার অভাব । ৩। প্রান্তিক সেবাকেন্দ্র/প্রজনন সমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব।	উপজেলা প্রানিসম্পদ হতে টিকাপ্রদান করা হচ্ছে ।	টিকার মুল্য হ্রস ,পর্যাপ্ত কৃমিনাষক ও ঔষধ সরবরাহ।	১।উপজেলা পরিষদ হতে কৃমিনাষক ও ঔষধ প্রদান,সরকারি ভাবে ভরতুকি দেয়া । ২। প্রান্তিক সেবাকেন্দ্র/প্রজনন কেন্দ্র সমুহে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা যেতে পারে।
পল্লী উন্নয়ন	ঋন গ্রহীতারা ঋণ পরিশোধে অনিহা দেখাচ্ছে ফলে খেলাপি ঋণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।	উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	২৫০০ ঋনগ্রহীতা	১। সঠিকখাতে বিনিয়োগ করতে না পারা। ২। ঋণ পরিশোধে অনিহা ও অপারগতা প্রকাশ।	কার্যক্রম নেই।	২৫০০ জন ঋণগ্রহীতা	১। উপজেলার ২৫০০ জন ঋ গ্রহীতার দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
মহিলা বিষয়ক	বাল্য বিবাহের হার	উপজেলার সকল ইউপি	×	দারিদ্র,কুসংস্কার,অশিক্ষা অসচেনতনতা	১। উঠান বৈঠক ২। সভা, কর্মশালা	বাল্য বিবাহের হার হ্রাস পাবে।	১। উঠান বৈঠক সভা বৃদ্ধি করা। ২। প্রশিক্ষনের পরিমান বৃদ্ধি।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	দুর্যোগপূর্ন, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে জনগন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে	সমগ্র ফুলবাড়ী উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন	উপজেলার সকল জনগন	১। দুর্যোগ সময় জনগনের করনীয় সর্ম্পকে ধারনার অভাব। ২। দুর্যোগকারীন ও পরবর্তী সময়ে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নাই। ৩। উদ্ধার কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় রেস্কিউ বোর্ড নাই।	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয় হতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগনের মাঝেত্রান সহায়তা প্রদান।	৫০%	১। প্রতিটি ইউনিয়নে ও পৌরসভায় ১টি করে দুর্যেগ ব্যাবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ২।সকল জনপ্রতিনিধিদের দুর্যেগ ব্যাবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
জনস্বাস্থ্য	ক) উপজেলার দরিদ্র পরিবার সমূহ ও শিক্ষা প্রতিষ্টনে অধ্যায়ন রত ছাত্র-ছাত্রীরা পানী বাহিত	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	-	১। আয়রন ও আর্সেনিক মুক্ত নলকূপ। ২। স্বাস্থ্য সম্মত্য স্যানিটেশনের সচেতনের অভাবে।	১। সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অগ্রাধিকার মুলক গ্রামীন পানী সরবরাহের ১৮৪	-	নলকূপ স্থাপন,ওয়াশ ব্লক নির্মান, আর্সেনিক স্কিমিং ।

	রোগের যুকির মধ্যে আছে। খ) স্বাস্থ্য সম্মত্য স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকার কারনে বিভিন্ন ধরনের রোগের যুকি আছে।			৩। হাইজিন বিষয় সচেতনের অভাবে। ৪। শিক্ষা প্রতিষ্টনে অধ্যায়ন রত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সম্মত ওয়াশ ব্লক এর অভাব।	অগভীর নলকুপের কাজ প্রক্রিয়াধীন ।		
প্রাথমিক শিক্ষা	শতভাগ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী যথাসময়ে অথবা একেবারেই প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না।	ফুলবাড়ী উপজেলার ৬ টি ইউনিয়ন	ঝরে পড়ার হার কমাতে হবে		১। উপবৃত্তি ২। স্কুল ফিডিং ৩। হোম ভিজিট ৪। উঠান বৈঠক	সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব হবে।	চলমান কার্যক্রমগুলোকে চলমান করা।
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	জনগন উপজেলার বিভিন্ন পরিসেবা সমুহে গমনের ক্ষেত্রে সমস্যার সমুক্ষিণ হচ্ছেন।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	১৫ টি কাচা সড়ক পাকা করতে হবে। ১৫০ টি সোলার শক্তির সড়ক বাতি স্থাপন করতে হবে। ঈানি নিস্কাসনের জন্য নালা নির্মান।	১। রাস্তা সমুহে সড়ক বাতি নেই। ২। রাতের বেলা জরুরী প্রয়োজনে মানুষ সেবা নিতে আসতে পারে না। ৩। বর্ষাকালে কাচা রাস্তা সমুহ চলাচলের অনুপোযুগী হয়ে পরে। ৪।উপজেলার গুরুত্বপূর্ন সড়কের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা নেই।	সীমিত পরিসরে বিদ্যমান	উপজেলার ৫০% সড়ক কাচা থাকবে।	১। রাস্তা সমুহে সড়ক বাতি স্থাপন করতে হবে। ২। গুরুত্বপূর্ণ কাচা রাস্তা সমুহ চলাচলের উপযোগী করে তুলতে হবে। ৪।উপজেলার গুরুত্বপূর্ন সড়কের পাশে পানি নিস্কাশনের জন্য ড্রেন বা নালা নির্মান করতে হবে।
	টেকসই উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।	নির্মানাধীন সড়ক ও অবকাঠামো সমুহ	সমগ্র উপজেলায়	১। নির্মান শ্রমিকরা প্রশিক্ষিত না। ২। টেকসই উন্নয়ন প্রযুক্তি সর্ম্পকে মালিক-শ্রমিক পর্যায়ে জ্ঞানের অভাব।	কো কার্যক্রম নেই	টেকসই অবকাঠামো নির্মান শুরু হবে।	১। নির্মান শ্রমিক/ইলেকক্ট্রিক/পানি লইন ফিটিং শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ২। টেকসই উন্নয়ন সর্ম্পকে জন সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ রূপকল্প ও বাজেট বিবরণী

৩.১ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের রূপকল্পঃ

পরিস্থিতি বিশেষষণের ভিত্তিতে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারী লক্ষ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল এমনভাবে নির্ধারণ করবেন যেন উপজেলা পরবর্তী পাঁচ বছরের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৩-২৩ প্রণয়নে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২১-২০২৬ এর রূপকল্পকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

উন্নয়ন পরিরকল্পনার ক্ষেতে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। উপজেলার প্রেক্ষিতে রূপকল্প হচ্ছে উপজেলা এবং এর জনসাধারণের দ্বারা স্থিরকৃত কাঙ্খিত পরিস্থিতি বা চিত্র। এটা জনসাধারণের নিকট ব্যক্ত করা উপজেলার ভবিষ্যত চিত্র এবং উপজেলা কি করতে চায় এবং কোথায় যেতে চায়। সে কারণে এটা উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে এবং উপজেলার ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধাণের সহায়তা করে। এই প্রেক্ষাপটে, একটি গুরুত্বপূর্ণ পশ্ন হচ্ছে, "আপনি ভবিষ্যতে আপনার উপজেলাকে কিভাবে দেখতে চান"?

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ২০২৩-২৩ প্রণয়নে উপজেলা পরিষধ সর্বসম্মতিক্রমে নিম্মোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করেছে যেখানে ৭ টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করেছে, যা কিনা এই উপজেলার জনগণের জীবযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমি রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

"ফুলবাড়ী উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মাদক সেবন ও বল্যবিবাহ রোধ, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরীর মাধমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এবং ক্রীড়া ও সংস্কৃতির বিকাশ করে জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন"।

৩.২ উপজেলা পরিষদের বাজেট সার-সংক্ষেপ (২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর)

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের বাজেট

(২০২৩-২০২৪ অর্থবছর)

ফরম-'ক'' (বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার-সংক্ষেপ

বিবরণ		পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২২-২০২৩	চলতি বৎসরের বাজেট বা চলতি বৎসরের সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৫-২০২৬
অংশ-১	**রাজস্ব হিসাব**			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	২,০০,০০,০০০	২,১৫,০০,০০০	২,২০,০০,০০০
	অনুদান	-		
	মোট প্রাপ্তি	২,০০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০	২,২০,০০,০০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	১,১০,০০০,০০০	১,২৫,০০,০০০	১,২৫,০০,০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি **(ক)**	৯০,০০,০০০	৯৫,০০,০০০	৯৫,০০,০০০
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব উন্নয়ন অনুদান	১,০০,০০,০০০	১,১০,০০,০০০	১,২০,০০,০০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা			
	মোট (খ)	১,০০,০০,০০০	১,১০,০০,০০০	১,২০,০০,০০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ **(ক+খ)**	১,৯০,০০,০০০	২,০৫,০০,০০০	২,১৫,০০,০০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	১,৭০,০০,০০০	১,৭৫,০০,০০০	১,৭৫,০০,০০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	২০,০০,০০০	৩০,০০,০০০	৪০,০০,০০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের **(১ জুলাই)**	১৯,০২,১৯২	৩৯,০২,১৯২	৩৯,০২,১৯২
	সমাপ্তি জের	৩৯,০২,১৯২	৬৯,০২,১৯২	৭৯,০২,১৯২

ফরম খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য)
রাজস্ব হিসাব প্রাপ্ত আয় *অংশ-১ঃ-*

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বৎসরের বাজেট
১	২	৩	৪
রাজস্ব	২,০০,০০,০০০	২,১৫,০০,০০০	২,২০,০০,০০০

অংশ ১-রাজস্ব হিসাব

ব্যয়			
ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২২-২০২৩	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৪-২০২৫
১	২	৩	৪
১। <u>সাধারণ সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক</u>			
ক. সম্মানী/ভাতা	১৪,৪১,৫০০	১৫,৪১,৫০০	১৬,০০,০০০
খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা			
(১) উপজেলা পরিষদ কর্মচারী	৪,৫০,০০০	৪,৫০,০০০	৭,০০,০০০
(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)			
(৩) ইউপি সচিব, হিসাব সহকারী কাম কম: অপাটেরদের বেতন	-	-	-
গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়			
ঘ. প্রাচীর ও গৃহ নির্মান/সংস্কার	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
ঙ. উপজেলা পরিষদ বাসাবাড়ি সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
চ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর			
ছ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৭,০০,০০০
২। কর আদায়ের জন্য ব্যয়			
৩। অন্যান্য ব্যয়			
ক. টেলিফোন	৩০,০০০	৩০,০০০	৫০,০০০
খ. ইন্টারনেট	১৮,৫০০	১৮,৫০০	৩০,০০০
গ. বিদ্যুৎ বিল	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
ঘ. অফিস সরঞ্জাম ক্রয়	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৬,০০,০০০
ঙ. আসবাবপত্র সংগ্রহ ও মেরামত	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,৫০,০০০
চ. পৌর কর	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,১০,০০০
ছ. গ্যাস বিল			
জ. পানির বিল			
ঝ. ভূমি উন্নয়ন কর	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
ঞ. অভ্যন্তরীণ অডিট ব্যয়			
ট. মামলা খরচ			
ঠ. আপ্যায়ন ব্যয়	৪,০০,০০০	৪,০০,০০০	৫,০০,০০০
ড. স্থায়ী কমিটির আপ্যায়ন ব্যয়	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-	৬০,০০০/-
ড. রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্ভিসের জন্য ব্যয়			
ঢ. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর/বিল/আয় বাকী খাতে বিনিয়োগ			
ণ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,৫০,০০০
ত. বিজ্ঞাপন	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
থ. পানির পাম্প ক্রয়	১,০০,০০০	১,০০,০০০	১,০০,০০০
৪। কর আদায় খরচ (বিভিন্ন রেজিষ্টার, ফরম, রশিদ বই ইত্যাদি মুদ্রণ)	২,০০,০০০	২,০০,০০০	২,০০,০০০
৫। জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	২,০০,০০০	২,০০,০০০	১,৫০,০০০

৬। খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
৭। আর্থিক সাহায্য	২,০০,০০০	২,০০,০০০	৩,০০,০০০
৮। জরুরী ত্রাণ	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০	৫,০০,০০০
৭। অপ্রত্যাশিত ব্যয়	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০	১০,০০,০০০
৮। অন্যান্য ব্যয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে অনুমোদিত)	১৮,০০,০০০	১৮,০০,০০০	২০,০০,০০০
৯। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৯০,০০,০০০	৯০,০০,০০০	৯৫,০০,০০০
মোট	১,১০,০০,০০০	২,০০,০০,০০০	২,২৫,০০,০০০

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি

ব্যয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২২-২০২৩	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৪-২০২৫
১	২	৩	৪
১। অনুদান (উন্নয়ন) ক. সরকার খ. অন্যান্য উৎস (যদি থাকে, নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে) ২। স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাঁদা ৩। রাজস্ব উদ্বৃত্ত	(ক) ১,১৫,৯০,০০০ (খ)UGDP ৫০,০০,০০০ ৮০,০০,০০০	১,২৫,৯০,০০০ (খ) UGDP ৫০,০০,০০০ ৮০,০০,০০০	১,৫০,০০,০০০ (খ) UGDP ১,০০,০০,০০০ ৯০,০০,০০০
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	২,৪৫,৯০,০০০	২,৫৫,৯০,০০০	৩,৪০,০০,০০০

অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব
ব্যয়

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত ২০২২-২০২৩	চলতি বৎসরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট ২০২৩-২০২৪	পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০২৪-২০২৫
১	২	৩	৪
১। কৃষি ও সেচ	১৫৯৯০০০	২৪২৩০০০	২৪২৩০০০
২। শিল্প ও কুটির শিল্প	৭৯৯৫০০	১২১০০০০	১২১০০০০
৩। ভৌত অবকাঠামো	৩৩৯৮৫০০	৪৬,৩০,০০০	১২৫১৬৯৯৬
৪। আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো	২৩৯৮৫০০	৩৬৩০০০০	৩৬৩০০০০
৫। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	১৫৯৯০০০	২৪২০০০০	২৪২০০০০
৬। বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতের এইরূপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)	৭৯৯৫০০	১২১০০০০	১২১০০০০
৭। সেবা	৩০০০০০০	৩০,০০,০০০	৬০০০০০০
৮। শিক্ষা	১৫৯৯০০০	২৪২০০০০	২৪২০০০০
৯। স্বাস্থ্য	২৩৯৮৫০০	৩৩৩০০০০	৩৩৩০০০০
১০। দারিদ্র হ্রাসকরণঃ সামাজিক নিরাপত্তা	৭৯৯৫০০	১২১০০০০	১২১০০০০
ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা	৭৯৯৫০০	১২১০০০০	১২১০০০০
১১। পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৭৯৯৫০০	১২১০০০০	১২১০০০০
১২। মহিলা, যুব ও শিশু উন্নয়ন	১০০০০০০	১০০০০০০	১০০০০০০
১৩। দুর্যোগ ব্যবস্থা ও ত্রাণ			
১৪। দক্ষতাবৃদ্ধি মূলক কর্মসূচি/জনসচেতনতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি	৭৯৯৫০০	১২১০০০০	১২১০০০০
১৫। সমাপ্তি জের			
মোট ব্যয় (উন্নয়ন হিসাব)	২,১৭,৮৯,৫০০	৩,০১,১৩,০০০	৪,০৯,৯৯,৯৯৬

ফরম-গ
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)
উপজেলা পরিষদের নিয়মিত কর্মচারীদের বিবরণী
অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪

বিভাগ/শাখা	ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	বেতনক্রম	মহার্ঘ ভাতা (যদি থাকে)
১	২	৩	৪	৫	৬
উপজেলা পরিষদ	০১	জীপ চালক	০১	-	-
	০২	মালী	০১	৫৫০/-	-
	০৩	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	০১	৫৫০/-	-

প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল	অন্যান্য ভাতাদি	মাসিক গড় অর্থের পরিমাণ	বাৎসরিক প্রাক্কলিত অর্থের পরিমাণ	মন্তব্য
৭	৮	৯	১০	১১
-				
-				

ফরম-ঘ
(বিধি-৫ দ্রষ্টব্য)
উপজেলার কোন বিশেষ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের বিবরণী
অর্থ বৎসর ২০২৩-২০২৪

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণী	সরকার হইতে প্রাপ্ত অর্থের পরিমান	চলতি অর্থ বৎসরে ব্যয়িত অথবা সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ	সম্ভাব্য স্থিতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
-	-	-	-	-	-

চতুর্থ অধ্যায়

(বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)

৪.১ পরিকল্পনা কি

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গশ্বহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য এশটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং এশটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক এশটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' (২০১০-১১ হতে ২০২০-২১) এবং মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা 'সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা' প্রণীত হয়েছে। সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে:

ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস।

খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য এশটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ।

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় এশটি টেশসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেশসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা।

এছাড়াও, ২০১৫ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এশটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৪.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

৪.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ ২) সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘাঁনো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৪.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন; কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন; যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৪.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা করে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদার অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

❑ উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদের একটি মধ্যম মেয়াদের পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন; ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে করে এঁা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

❑ উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থা, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৪.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি

এলজিডি'র নির্দেশিকা[১] অনুসারে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসারে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে:

- ❑ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- ❑ বিদ্যমান পরিষ্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- ❑ বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- ❑ আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- ❑ প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গশ্বহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

৪.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

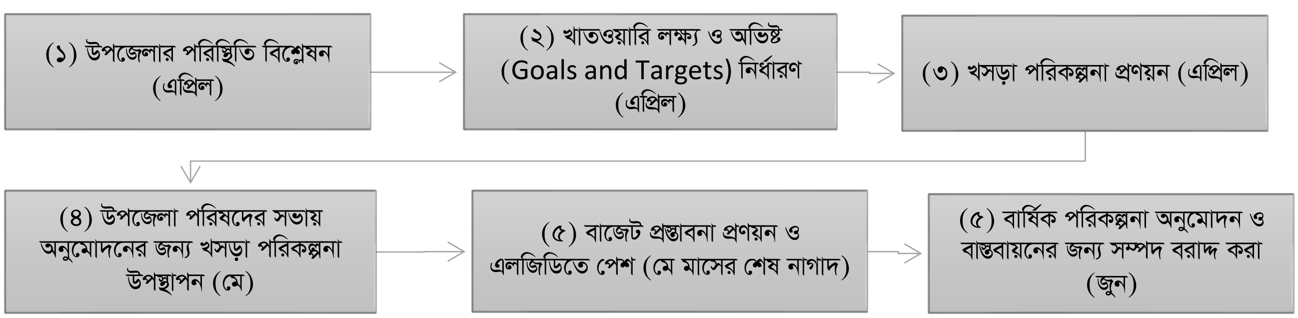

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ কররছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য এশটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

৪.৩ পরিকল্পনার ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষন
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্প সারসংক্ষেপ

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছর

স্থানীয় চাহিদা ও বাস্তব অবস্থার উপর ভিত্তি করে উপজেলা উন্নয়ন প্রকল্প যাচাই ও বাছাই কমিটি কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত প্রকল্প গুলি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) ও দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প তালিকা ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও অবস্থান	বরাদ্দ	বাস্তবায়ন পদ্ধতি
১.	ফুলবাড়ী ইউপিতে বিভিন্ন আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণ।	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২.	ফুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৩.	নাওডাংগা ইউপিতে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণঃ	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৪.	নাওডাংগা ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৫.	শিমুলবাড়ী ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৬.	শিমুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণঃ	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৭.	বড়ভিটা ইউপিতে বিভিন্ন আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৮.	বড়ভিটা ইউপিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণঃ	১,০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
৯.	ভাংগামোড় ইউপিতে হতদরিদ্রদের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১০.	ভাংগামোড় ইউপিতে বিভিন্ন কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১১.	কাশিপুর ইউপিতে বিভিন্ন আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১২.	কাশিপুর ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণঃ	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৩.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণঃ	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৪.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৫.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৬.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণঃ	১০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৭.	উপজেলা পরিষদের গেটের বাহিরে সোভাবদ্ধন করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৮.	উপজেলা গেটের নামফলক, অফিসের ইন্টারকোম ও বাগানের ফেন্সিং করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
১৯.	পানিমাছকুটি মডেল সপ্রাবি'র ড্রেন ও বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন এবং আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২০.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপির আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২১.	উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২২.	ফুলবাড়ী ইউপির কবিরমামুদ মৌজায় বাদশা মিয়ার বাড়ীগামী রাস্তার বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ২০০মিটার ও ৩১০ মিঃ চেইনেজে ২টি ইউড্রেন নির্মাণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২৩.	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও খেলার সামগ্রী বিতরণ করণঃ	২০০০০০/-	প্রঃ কমিটি
২৪.	পাঠানটারী জামে মসজিদ উন্নয়নকরণ।	৩০০০০০/-	দরপত্র
২৫.	বুদারবান্নী জামে মসজিদ উন্নয়নকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
২৬.	খালিসা কোটাল রাস্তা এইচবিবি করণ।	৩০০০০০/-	দরপত্র
২৭.	জনদ্দি বাজার হতে প্রাণকৃষ্ণ রাস্তা এইচবিবিকরণ।	৩০০০০০/-	দরপত্র
২৮.	নাওডাংগা ইউপির ফুলমতি মৌজার নুর ইসলামের বাড়ি হতে একাব্বরের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	৪০০০০০/-	দরপত্র
২৯.	কাশিপুর ইউপির মজিদুলের বাড়ির রাস্তা এইচবিবিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৩০.	শিমুলবাড়ী ইউপির মকবুল হোসেনের বাড়ির রাস্তা প্যালাসাইডিং করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩১.	নাগদাহ সাহেবের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৩২.	জলিল বসুনিয়ার বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র

৩৩.	প্রাণকৃষ্ণ ইদ্রিস মেলেটারীর বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৩৪.	ভাংগামোড় আলতাফ ড্রাইভারের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩৫.	এমদাদুলের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩৬.	বজরে খামার আক্কাছের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৩৭.	মোহরটারী মাদরাসা উন্নয়নকরণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৩৮.	কাশিপুর বাজার হতে কলেজগামী রাস্তার আহাম্মদ ব্যাপীর বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৩৯.	কাশিপুর ইউপির একরামুল এডিসি'র বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	৫০০০০০/-	দরপত্র
৪০.	মফিজউদ্দিন এফতেদায়ী মাদরাসা মেরামতকরণ।	১৫২২৪৩/-	দরপত্র
৪১.	ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার বাসার রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৪২.	মধ্য চন্দ্রখানা আদর্শ সপ্রাবি'র ব্যাচ রক্ষার জন্য প্যালাসাইডিং করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৪৩.	আব্দুল আউয়াল প্রভাষকের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪৪.	ফুলবাড়ী ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণকরণ।	৫০০০০০/-	দরপত্র
৪৫.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ছাগল/গরুর চিকিৎসার জন্য সেড নির্মাণকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৪৬.	শিমুলবাড়ী ইউপির পুরাতন ভবন মেরামতকরণ।	৫০০০০০/-	দরপত্র
৪৭.	মোঃ খয়বর চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	২০০০০০/-	দরপত্র
৪৮.	মধ্য পানিমাছকুটি মৌজার রায়হান হতে কিবরিয়া মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৪৯.	পূর্ব চন্দ্রখানা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের মেরামতকরণ।	৩০০০০০/-	দরপত্র
৫০.	ভাংগামোড় ইউপির ২নং ওয়ার্ডের নকিবুলের বাড়ি হতে খালেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫১.	ভাংগামোড় ইউপির ২নং ওয়ার্ডের রজব আলী শেখের বাড়ি হতে আব্দুস সাত্তার মুন্সির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫২.	আটিয়াবাড়ী মৌজার আব্দর রহমানের বাড়ি হতে পরেশ চন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫৩.	বড়লই সুফিয়ার মোড় আজাদ বিডিআর এর বাড়ি হতে আউলিয়ার পাঠ পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫৪.	খোকা মাঝির বাড়ি হতে ওয়াপদাবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫৫.	বজরের খামার মহসিন ব্যাংকারের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	১০০০০০/-	দরপত্র
৫৬.	চিনাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়নকরণ।	১৫০০০০/-	দরপত্র
৫৭.	উপজেলা পরিষদের নতুন প্রশাসনিক ভবনে ব্যবহারের জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কক্ষ এবং উপজেলা প্রকৌশলীর কক্ষ Interior Design করণ।	২০০০০০০/-	কোটেশন
৫৮.	(ক) বোয়াইলভীর হতে কুটিবাড়ী সড়কে শহিদুলের বাড়ির পার্শ্বে ১টি ইউড্রেন নির্মাণ। (খ) বাবু প্রামানিক ও আলম আর্মির বাড়ির পার্শ্বে সড়ক মেরামতের জন্য পুকুরের প্যালাসাইডিং করণ।	৩৪০১১২/-	কোটেশন
৫৯.	ফুলবাড়ী বালারহাট রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ।	৫০০০০/-	দরপত্র
৬০.	কাশিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	১১১৭৩১৯/-	দরপত্র
৬১.	খোলাহাট মহাবিদ্যালয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	১১১৭৩১৯/-	দরপত্র
৬২.	ফুলবাড়ী জসিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	১১১৭৩১৯/-	দরপত্র
৬৩.	নাওডঙ্গা ডি এস দাখিল মাদ্রাসায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	১১১৭৩১৯/-	দরপত্র
৬৪.	ম্যধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহে বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প	১১১৭৩১৯/-	দরপত্র

৬.২ প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (অর্থ বছর ২০২৩-২৪)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের বিবরন			অবস্থান		বাস্তবায়নের পদ্ধতি ও সময়সূচি				বিনিয়োগ ও অর্থের উৎস		পরিবীক্ষণ
পরিচিতি ট্যাগ	প্রকল্পের শিরোনাম	বিবরণ	প্রত্যাশিত উপকারভোগী (নারী/ পুরুষ/ শিশু/ প্রতিবন্ধি)	খাত	অবস্থান	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ	বাস্তবায়ন পদ্ধতি	বাস্তবায়নকারি সংস্থা	প্রাক্কলিত ব্যয়	তহবিলের উৎস	দায়িত্বশীল সংস্থা
১.	ফুলবাড়ী ইউপিতে বিভিন্ন আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণ।	কৃষির উন্নয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২.	ফুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণ।	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩.	নাওডাংগা ইউপিতে বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণঃ	নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সু-পেয় পানির যোগান নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪.	নাওডাংগা ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্নয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫.	শিমুলবাড়ী ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্নয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬.	শিমুলবাড়ী ইউপিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণঃ	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৭.	বড়ভিটা ইউপিতে বিভিন্ন আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্নয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৮.	বড়ভিটা ইউপিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণঃ	নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সু-পেয় পানির যোগান নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১,০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৯.	ভাংগামোড় ইউপিতে হতদরিদ্রদের বাড়িতে নলকুপ স্থাপন করণঃ	নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সু-পেয় পানির যোগান নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১০.	ভাংগামোড় ইউপিতে বিভিন্ন কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্য়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১১.	কাশিপুর ইউপিতে বিভিন্ন আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্য়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১২.	কাশিপুর ইউপিতে পানি নিস্কাশনের জন্য বিভিন্ন রাস্তায় আরসিসি পাইপ স্থাপন করণঃ	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৩.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণঃ	নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সু-পেয় পানির যোগান নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৪.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্য়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৫.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উন্য়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৬.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপিতে নলকুপ স্থাপন করণঃ	নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সু-পেয় পানির যোগান নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	১০০০০০/ -	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৭.	উপজেলা পরিষদের গেটের বাহিরে সোভাবদ্ধন করণঃ	নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
১৮.	উপজেলা গেটের নামফলক, অফিসের ইন্টারকোম ও বাগানের ফেন্সিং করণঃ	নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

১৯.	পানিমাছকুটি মডেল সপ্রাবি'র ড্রেন ও বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন এবং আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উনয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২০.	উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউপির আদর্শ কৃষকদের মাঝে স্প্রে-মেশিন বিতরণ করণঃ	কৃষির উনয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	কৃষি ও সেচ অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২১.	উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে নলকুপ স্থাপন করণঃ	নিরাপদ ও বিশুদ্ধ সু-পেয় পানির যোগান নিশ্চিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২২.	ফুলবাড়ী ইউপির কবিরমামুদ মৌজায় বাদশা মিয়ার বাড়ীগামী রাস্তার বালিকা বিদ্যালয়ের পার্শ্বে ২০০মিটার ও ৩১০ মিঃ চেইনেজে ২টি ইউড্রেন নির্মাণ করণঃ	জলাবদ্ধতা দূরীভূত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৩.	ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ ও খেলার সামগ্রী বিতরণ করণঃ	ক্রিড়া ও শিক্ষার উন্নয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	জনস্বাস্থ্য	ফুলবাড়ী উপজেলা	১৫ আগষ্ট ২০২৩	৩০ মার্চ ২০২৪	প্রঃ কমিটি	ইউনিয়নে পরিষদ/ এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৪.	পাঠানটারী জামে মসজিদ উন্নয়নকরণ।	ইবাদতের স্থান উপযুক্ত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	ধর্ম ও সংস্কৃতি	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৩০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৫.	বুদারবান্নী জামে মসজিদ উন্নয়নকরণ।	ইবাদতের স্থান উপযুক্ত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	ধর্ম সংস্কৃতি	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৬.	খালিসা কোটাল রাস্তা এইচবিবি করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৩০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

২৭.	জনদ্দি বাজার হতে প্রাণকৃষ্ণ রাস্তা এইচবিবিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৩০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৮.	নাওডাংগা ইউপির ফুলমতি মৌজার নুর ইসলামের বাড়ি হতে একাব্বরের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৪০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
২৯.	কাশিপুর ইউপির মজিদুলের বাড়ির রাস্তা এইচবিবিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩০.	শিমুলবাড়ী ইউপির মকবুল হোসেনের বাড়ির রাস্তা প্যালাসাইডিং করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩১.	নাগদাহ সাহেবের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩২.	জলিল বসুনিয়ার বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৩.	প্রাণকৃষ্ণ ইদ্রিস মেলেটারীর বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৪.	ভাংগামোড় আলতাফ ড্রাইভারের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৫.	এমদাদুলের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৩৬.	বজরে খামার আক্কাছের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৭.	মোহরটারী মাদরাসা উন্নয়নকরণ।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৮.	কাশিপুর বাজার হতে কলেজগামী রাস্তার আহাম্মদ ব্যাপীার বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৩৯.	কাশিপুর ইউপির একরামুল এডিসি'র বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৫০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪০.	মফিজউদ্দিন এফতেদায়ী মাদরাসা মেরামতকরণ।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫২২৪৩/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪১.	ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তার বাসার রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪২.	মধ্য চন্দ্রখানা আদর্শ সপ্রাবি'র ব্যাচ রক্ষার জন্য প্যালাসাইডিং করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৩.	আব্দুল আউয়াল প্রভাষকের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৪.	ফুলবাড়ী ডিগ্রী মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস নির্মাণকরণ।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৫০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৫.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের ছাগল/গরুর চিকিৎসার জন্য সেড নির্মাণকরণ।	প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন হবে	স্থানীয় জনসাধারন	প্রাণিসম্পদ	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৪৬.	শিমুলবাড়ী ইউপির পুরাতন ভবন মেরামতকরণ।	ভবন টেকসই হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৫০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৭.	মোঃ খয়বর চেয়ারম্যানের বাড়ির সামনের পাকা রাস্তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	২০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৮.	মধ্য পানিমাছকুটি মৌজার রায়হান হতে কিবরিয়া মুক্তিযোদ্ধার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৪৯.	পূর্ব চন্দ্রখানা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের মেরামতকরণ।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৩০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫০.	ভাংগামোড় ইউপির ২নং ওয়ার্ডের নকিবুলের বাড়ি হতে খালেকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫১.	ভাংগামোড় ইউপির ২নং ওয়ার্ডের রজব আলী শেখের বাড়ি হতে আব্দুস সাত্তার মুন্সির বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০ /-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫২.	আটিয়াবাড়ী মৌজার আব্দর রহমানের বাড়ি হতে পরেশ চন্দ্রের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৩.	বড়লই সুফিয়ার মোড় আজাদ বিডিআর এর বাড়ি হতে আউলিয়ার পাঠ পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	-	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ

৫৪.	খোকা মাঝির বাড়ি হতে ওয়াপদাবাঁধ পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৫.	বজরের খামার মহসিন ব্যাংকারের বাড়ির রাস্তা সিসিকরণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৬.	চিনাবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়নকরণ।	ইবাদতের স্থান উপযুক্ত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	ধর্ম সংস্কৃতি	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৭.	উপজেলা পরিষদের নতুন প্রশাসনিক ভবনে ব্যবহারের জন্য উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কক্ষ, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কক্ষ এবং উপজেলা প্রকৌশলীর কক্ষ Interior Design করণ।	সৈন্দর্য বর্ধিত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	কোটেশন	এলজিইডি	২০০০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৮.	(ক) বোয়াইলভীর হতে কুটিবাড়ী সড়কে শহিদুলের বাড়ির পার্শ্বে ১টি ইউড্রেন নির্মাণ। (খ) বাবু প্রামানিক ও আলম আর্মির বাড়ির পার্শ্বে সড়ক মেরামতের জন্য পুকুরের প্যালাসাইডিং করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	কোটেশন	এলজিইডি	৩৪০১১২/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৫৯.	ফুলবাড়ী বালারহাট রাস্তায় প্যালাসাইডিং করণ।	টেকসই গ্রমীন সড়ক ব্যবস্থা সৃষ্টি হবে	স্থানীয় জনসাধারন	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	৫০০০০/-	এডিপি/ উন্নয়ন ফান্ড	উপজেলা পরিষদ
৬০.	কাশিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ এপ্রিল ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১১১৭৩১৯/-	ইউজিডিপি প্রকল্প	উপজেলা পরিষদ
৬১.	খোলাহাট মহাবিদ্যালয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ এপ্রিল ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১১১৭৩১৯/-	ইউজিডিপি প্রকল্প	উপজেলা পরিষদ
৬২.	ফুলবাড়ী জসিমিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ এপ্রিল ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১১১৭৩১৯/-	ইউজিডিপি প্রকল্প	উপজেলা পরিষদ

	শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।											
৬৩.	নাওডঙ্গা ডি এস দাখিল মাদ্রাসায় দুই কক্ষ বিশিষ্ট সেমি পাঁকা শ্রেনী কক্ষ নির্মাণ বিষয়ক উপ-প্রকল্প।	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩১ এপ্রিল ম ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১১১৭৩১৯/-	ইউজিডিপি প্রকল্প	উপজেলা পরিষদ
৬৪.	ম্যধ্যমিক বিদ্যালয় সমুহে বেঞ্চ সরবরাহ প্রকল্প	উন্নত শিক্ষণ পরিবেশ প্রস্তুত হবে	স্থানীয় জনসাধারন	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	ফুলবাড়ী উপজেলা	২০ নভেম্বর ২০২৩	৩০ এপ্রিল মে ২০২৪	দরপত্র	এলজিইডি	১২,৫০.০০০/-	ইউজিডিপি প্রকল্প	উপজেলা পরিষদ

ষষ্ঠ অধ্যায়: মূল্যায়ন ও তথ্যচিত্র

৬.১। প্রকল্প/ স্কিম মূল্যায়ন পদ্ধতি

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের আওতায় গৃহীত প্রকল্প/স্কিম বাস্তবায়ন অবস্থা মূল্যায়নের জন্য উন্নয়নমূলক কাজের সঠিক তদারকির জন্য মাঠ পর্যায়ে গিয়ে সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়। নিয়মিতভাবে স্কিমের কার্যক্রম সম্পর্কে জানা এবং সেগুলো এস্টিমেটের সাথে মিলিয়ে দেখা হয়। মূলতঃ এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ করে সকল স্কিমের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিরূপণ করা হবে। অতঃপর ফিডব্যাক এর মাধ্যমে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সকল স্কিম/প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সার্বক্ষণিক তদারকি, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় যোগান সরবরাহ, নিয়মিত ফলোআপা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কাজ করা হয়। পরিবীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সার্বিক কার্যক্রমে কোনরূপ রদবদল করতে হলে তাৎক্ষণিকভাবে তা মাঠ পর্যায়ের সকল সংশ্লিষ্ট অফিসকে জরুরি ভিত্তিতে অবহিত করা হয়ে থাকে এবং সেগুলো উপজেলা পরিষদ সভায় পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে।

মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মূল্যায়নে দুটি দিকের প্রতি অবশ্যই দৃষ্টি দেয়া হবে (১) সুপরিকল্পিত পদ্ধতি (২) পূর্ব নির্ধারিত টার্গেট কতটুকু অর্জিত হয়েছে। নিম্নে উল্লেখিত মডেল ব্যবহার করে ফুলবাড়ী উপজেলার বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত প্রকল্প/ স্কিম মূল্যায়ন কার্যসম্পন্ন করা হবে-

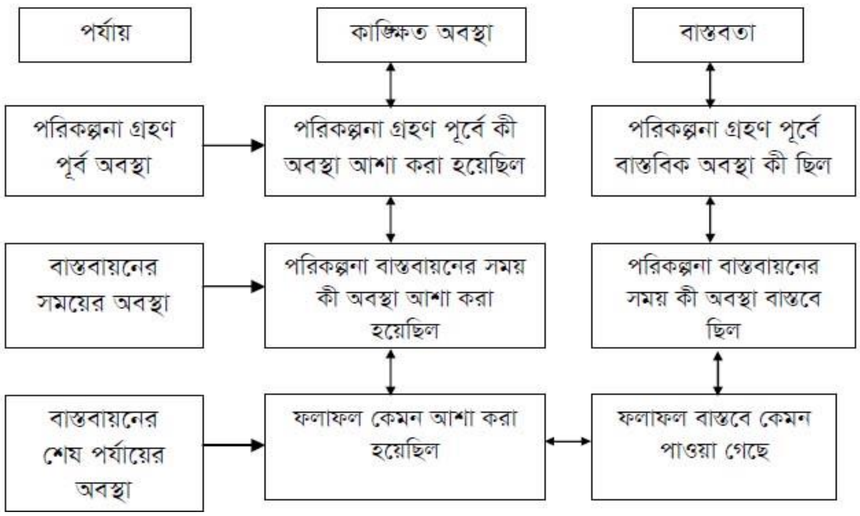

৬.২। সুশাসন নিশ্চিত করার পদ্ধতি

সুশাসন হলো উন্নয়নের চাবিকাঠি। সুশাসন হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা যা আইনের শাসনকে নিশ্চিত করে। সুশাসনের এর লক্ষ্য হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করা। সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্টগুলো হলো- (১) জবাবদিহিতা (২) জনঅংশগ্রহণ (৩) আইনের শাসন (৪) একতা (৫) মানবাধিকারের প্রতি সম্মান (৬) স্বচ্ছতা (৭) তথ্য অধিকার (৮) প্রশাসনিক দক্ষতা ও নিরপেক্ষতা। উপজেলা প্রশাসনকে জনসেবায় নিয়োজিত করা, কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ও আইনের শাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যাবে।

ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বদ্ধ পরিকর। ইতোমধ্যে সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনির আওতায় যে সকল কর্মসূচিগুলো চলমান রয়েছে সেগুলো সুবিধাভোগী বাছাইক্ষেত্রে উন্মুক্ত জনসমাবেশের মাধ্যমে বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর আলোকে ফুলবাড়ী উপজেলার তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগ হয়েছে। সুশাসনের প্রধান বৈশিষ্টগুলোকে যতদুর সম্ভব কার্যকর করে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদসুশাসন নিশ্চিত করছে। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্র নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করবে-

- জনগণের অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্কিম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রতি বছর উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা আয়োজন ও জনগণের নিকট উপস্থাপন;
- উন্মুক্ত জনসমাবেশের মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সুবিধাভোগী যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা (উন্নয়ন তহবিল, রাজস্ব আহরণ) জবাবদিহিমূলক করা;
- জনগণের অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা;
- উন্নয়ন তহবিল ব্যবহারে উপজেলা পরিষদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ এর সফল বাস্তবায়ন।

৬.৩। ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম, পদবি, মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল আইডিসহ ছবি

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
০১	জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ ফুলবাড়ী	০১৭১৩৭১৮৩৭৯
০২	জনাব সুমন দাস	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০১৭০৯-৯৭৪৫০৩
০৩	ডাঃ সুমন কান্তি সাহা	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ অফিসার	০১৭১৮৬৮৮৬৭৭
০৪	মোঃ আরিফুর রহমান কনক	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	০১৭১৮৪৫৫১৯৮
০৫	জনাব নিলুফা ইয়াছমিন	উপজেলা কৃষি অফিসার	০১৭৪৫-৭৬৩০৮০
০৬	জনাব মোঃ রায়হান উদ্দিন সরদার	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা (অঃ দাঃ)	০১৭১৬৪১০৫০৬
০৭	জনাব ফজলুর রহমান	অফিসার ইনচার্জ, ফুলবাড়ী থানা	০১৩২০-১৩৩৪৩৮
০৮	জনাব মোঃ আকবর কবির	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৬-০০৭৭৩১
০৯	জনাব মোঃ আব্দুল হাই	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭৯৩-০৪২০৯৫
১০	জনাব সবুজ কুমার গুপ্ত	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা	০১৭১৭-৪০১৮০৮
১১	জনাব আসিব ইকবাল রাজিব	উপজেলা প্রকৌশলী	০১৭২২-০৬১১৯৫
১২	জনাব মোঃ মমিনুর রহমান	উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	০১৭১৭-১৪২১১৭
১৩	জনাব মোঃ রায়হানুল ইসলাম	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	০১৭৪০-৩১৩৪৯৯
১৪	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন	উপজেলা আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা	০১৭৩৮-০২৭০০৬
১৫	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন সরকার	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক (অতিঃ দাঃ)	০১৭১৮-৩২৪৮২৭
১৬	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	উপজেলা সহকারী যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৭-৪১৩৭৬২
১৭	মোঃ লুৎফর রহমান	উপজেলা তুলা উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭১৮-২১৬১২৭
১৮	জনাব মোঃ আহসান হাবীব	উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১৭৮৫-৪১২৯৩২
১৯	জনাব মোঃ কাউসার আলী	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	০১৭১৬-৪১৫৯৯০
২০	জনাব মোঃ আব্দুস সালাম	একাডেমিক সুপারভাইজার	০১৭১৯-২৪৮৪৫১
২১	জনাব ইয়াসির আরাফাত	সাব-রেজিস্ট্রার	০১৭১৪-৪৭৪৮৮৫
২২	জনাব বিকাশ কুমার ডাকুয়া	ব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ফুলবাড়ী।	০১৯৩৮৮৭৯০৭৪
২৩	জনাব মোছাঃ সোহেলী পারভীন	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	০১৭২৪-৯১৩৯৩০
২৪	জনাব মোছাঃ উম্মে কুলসুম	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	০১৭৪৩০৬৯৭৪৭
২৫	জনাব ডাঃ মোঃ মনজুর রহমান	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	০১৭১২২২৫১১৩
২৬	জনাব মোঃ নবীর হোসেন	ফরেস্টার, বনবিভাগ	০১৭১১-৪১৫১১১
২৭	জনাব মোঃ হাসান আলী	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল	০১৭১০-৪২৫১০৪
২৮	জনাব আজমল আবসার	সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি অধিদপ্তর	০১৭১০-৭৬৮৯২৭
২৯	জনাব মোছাঃ জান্নাতী আকতার	উপজেলা তথ্য আপা কর্মকর্তা	০১৭৬৪-৭৫৮৩৩৪
৩০	জনাব মোঃ রাশেদুল হক মন্ডল	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৯-১০৪৯৭১
৩১	জনাব মোঃ রিয়াজুল ইসলাম	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৭-৫৯০৯৪৫
৩২	জনাব মোঃ আশরাফুজ্জামান	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১৬-৩২৮৮১৬
৩৩	জনাব মোঃ হৃদয় কৃষ্ণ বর্ম্মন	সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	০১৭১০-০৫১৬৮৫

৬.৪। ফুলবাড়ী উপজেলার জনপ্রতিনিধিগণের নাম ও পদবিসহ মোবাইল নম্বর

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম	পদবী	মোবাইল নম্বর
১	মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার	চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭১৩৭১৮৩৭৯
২	মোঃ আব্দুল লতিফ	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭৪৬৪৪৫৫২৬
৩	মোছাঃ জান্নাতী বেগম	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭২২৪১৬৮৮৭
৫	মোঃ হারুন-অর রশিদ	চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭৪৭৮৩৭৭৩৩
৬	মোঃ আতাউর রহমান (মিন্টু)	চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭১৯২০৬৬৩১
৭	মোঃ মনিরুজ্জামান (মানিক)	চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।	০১৭৩৪১৬৩৮০৮
৮	মোঃ শরীফুল আলম মিয়া	চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।	০১৭২৫১৯৩৩৬৬
৯	মোহাম্মদ আলী শেখ	চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।	০১৭২৭৯৬৯৮২৫
১০	মোঃ হাছেন আলী	চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম	০১৭২০০৪৭৩৪৮

৬.৫। উপজেলা পরিষদের ১৭টি কমিটির সদস্যদের তালিকা

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ২৯ ধারা অনুসারে ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদ এর ১৯ মে ২০১৯ খ্রি. অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক উপজেলা পরিষদের জন্য ১৭ টি স্থায়ী কমিটির ১৭ টি কমিটি পুনগঠন করা হয়েছে, যা বর্তমান পর্যন্ত চলমান রয়েছে। সাব কমিটি প্রতি ০২ মাস অন্তর কমপক্ষে ০১ বার নোটিশসহ সভা করা, মিটিং নোট সংরক্ষণ করা, মাসিক সমন্বয় সভায় সিদ্ধান্ত / সমস্যাসমূহ উঠানো ইত্যাদি। ফুলবাড়ী উপজেলা পরিষদের আওতাধীন সাব কমিটি পুনর্গঠন করা হইল যাহা নিম্নে দেওয়া হইল:

ক্রমিক নং	সাব কমিটি	সদস্য	পদবি
১.	আইন-শৃংখলা	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
২.	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন	মোঃ আব্দুল লতিফ ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৩.	কৃষি ও সেচ	মোঃ আব্দুল লতিফ ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৪.	মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা	মোঃ আব্দুল লতিফ ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৫.	প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য

		উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৬.	স্বাস্থ্য ও প:কল্যাণ	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৭.	যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৮.	মহিলা ও শিশু উন্নয়ন	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		মোঃ খয়বর আলী চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি	সদস্য
		মোঃ হারুন অর রসিদ, চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি	সদস্য
		উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
৯.	সমাজ কল্যাণ	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
১০.	মুক্তিযোদ্ধা	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		কমান্ডার উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
১১.	মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
১২.	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
১৩.	সংস্কৃতি	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য
		উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফুলবাড়ী	সদস্য
		সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য- সচিব
১৪.	পরিবেশ ও বন	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী	সভাপতি
		চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি, ফুলবাড়ী	সদস্য

		বড়ভিটা ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা বনবিভাগ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৫.	বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, কাশিপুর ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ভাঙ্গামোড় ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৬.	অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ	মোঃ আব্দুল লতিফ,ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, ফুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি, ফুলবাড়ী উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী উপজেলা প্রকৌশলী, ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব
১৭.	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ	মোছাঃ জান্নাতী বেগম, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ফুলবাড়ী প-সহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলী ফুলবাড়ী	সভাপতি সদস্য সদস্য সদস্য সদস্য- সচিব

গপ্তম অধ্যায়: সংযুক্তি (বিভিন্ন সভার কার্যবিবরণী (২০২৩-২০২৪)

৮.১ উপজেলা পরিষদের মাসিক সভার কার্যবিবরণী

উপজেলা পরিষদ
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

সেপ্টেম্বর, ২০২৩ মাসের উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
স্থান : উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষ।
তারিখ : ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।
সময় : বেলা ১০.৩০ টা।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'-তে দেখানো হলো।

সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভা পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব সিব্বির আহমেদ সভায় উপস্থিত উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, মহিলা ভাইস-চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণসহ সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর বিগত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। এতে কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- (বিভাগীয় কার্যাবলী) আলোচনা :

বিভাগের নাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
উপজেলা প্রকৌশল অফিস (এলজিইডি)	উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	চলতি অর্থ বছরের এডিপি যথাসময়ে বাস্তবায়ণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা প্রাণি সম্পদ বিভাগ	উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি আরো জানান যে, লাম্পি ডিজিজ রোগ এর কারণে অনেক পশু মারা গিয়েছে। কোন পশু লাম্পি রোগে আক্রান্ত হলে তা জবাই করা থেকে বিরত থাকতে অনুরোধ করেন এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে ছাগল এর রোগ সম্পর্কে ক্যাম্পেইন করা হবে। ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শিমুলবাড়ী বলেন যে, যত্রতত্র অসুস্থ গরু জবাই করা হচ্ছে। বিষয়টি উপজেলা প্রানীসম্পদ কর্মকর্তাকে মনিটরিং করার জন্য অনুরোধ জানান। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আরো জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পুরাতন অফিস ভবন, কোয়াটার ও ভি এস কোয়াটার পরিত্যক্ত ও জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। যে গুলোর অবস্থান উপজেলা পরিষদ চত্বরে এবং এখন সম্পূর্ন রুপে ব্যবহার অনুপযোগী। পুরাতন ভবন গুলো উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। যার প্রক্কলিত মূল্য পুরাতন অফিস ভবন ২৪,১৯১/- টাকা, পুরাতন কোয়াটার ৩৫,১৫৯/- টাকা, এবং ভি এস কোয়াটার ১৬,৫৮১/- টাকা। সর্বমোট মোট ৭৫,৯৩১/- (পচাত্তর হাজার নয়শত একত্রিশ) টাকা। সভায় উপজেলা প্রকৌশলী বলেন প্রাক্কলনটি সঠিক আছে। এবং এই ভবন গুলোর অপসারনের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনাপত্তি পত্র প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।	১। বিভাগীয় কার্যক্রমসহ গবাদি পশুর লাম্পি রোগ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে এবং আক্রান্ত পশু জবাই না করার জন্য মনিটরিং কার্যক্রমসহ সফল ভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। জেলা কনডেমনেশন কমিটির সুপারিশ কার্যবিবরণীতে ভবনের নাম/ধরন/অবস্থান এবং প্রাক্কলিত মূল্য উল্লেখসহ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা যেতে পারে।	প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

(চলমান পাতা/২)

(২)

উপজেলা কৃষি বিভাগ	উপজেলা কৃষি অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে। তিনি জানান, (ক) খরিপ-২ মৌসুমে অত্র উপজেলায় আবাদকৃত রোপা আমন ফসলে শেষ দফা উপরি সার প্রয়োগের পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে । প্রয়োজন অনুযায়ী আমন ধান চাষীগন ইউরিয়া ও এমওপি সার উপরি প্রয়োগ করছেন। (খ) কৃষি প্রনোদনা কর্মসূচির আওতায় মাস কালাই ফসলে ৫০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীকে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়। (গ) ডিলার পর্যায়ে রাসায়নিক সার মজুদ ও বিতরণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এব্যাপারে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে সার ডিলারের দোকান পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।	কৃষি বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্টুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। কৃষি বিভাগের অন্যান্য কার্যক্রমসমূহ সুন্দর ও সফল ভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মনিরটরিং কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	উপজেলা কৃষি অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসহ সকল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। হাসপাতালের ল্যাব চালু আছে, বিভিন্ন প্রকার রোগের টেষ্ট হচ্ছে । সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করানো হচ্ছে। জ্বর হলে ডেঙ্গু টেষ্ট হচ্ছে, ডেঙ্গুর সিমটম বিভিন্ন সময় পরিবর্তন হচ্ছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচিতে দারিদ্র সীমার নিচে উপকারভোগীরা উপকৃত হবে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা দিতে সচেষ্ট রয়েছে।	সভায় আলোচনান্তে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তাকে ফুলবাড়ী হাসপাতালে চিকিৎসার মান আরো বৃদ্ধি করতে অনুরোধ জানানো হয়।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা সামিজক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র	ফরেস্টার, সামাজিক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে চলমান রয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনাসহ বৃক্ষরোপনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে হবে।	ফরেস্টার, সামাজিক বনায়ন নার্সারী কেন্দ্র, ফুলবাড়ী।
উপজেলা মৎস্য অফিস	উপজেলা মৎস্য অফিসার (অ:দা:) ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। তাঁর বিভাগ কর্তৃক ফুলবাড়ী উপজেলায় সরকারি, বেসরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক ১৫টি জলাশয়ে ২৫৮ কেজি পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। রাজস্ব খাতের আওতায় ২০ জন মৎস্য চাষির প্রশিক্ষণ প্রদান কারা হয়েছে।	সভায় আলোচনান্তে দাপ্তরিক কার্যক্রমসহ মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা মৎস্য অফিস, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তাঁর বিভাগের আওতায় বিভিন্ন খাতের ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রম যথানিয়মে বাস্তবায়িত হচ্ছে: (ক) আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত আত্মকর্ম রাজস্ব খাতের আওতায় ৮১৮ জনকে ১,৬৪,২০,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। (খ) আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত পরিবার ভিত্তিক খাতের আওতায় ২৮১৮৯ জনকে ১৭,৬১,৩৯,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। (গ) আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ ২য় পর্ব প্রকল্পের আওতায় ৩৬১ জনকে ১,০৭,৭৫,০০০/- টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উপরে বর্ণিত সকল খাতে ঋণ আদায় যথানিয়মে বাস্তবায়িত হচ্ছে । ২। আগস্ট, ২০২৩ পর্যন্ত ৮০৩৮ জনকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩। ঋণ আদায়ের হার আত্মকর্ম-৮৬%, উত্তরবঙ্গ ২য় পর্বের প্রকল্প ৭৮% পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি ৯৩%। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১)দাপ্তরিক কাজকর্মসহ ঋণ প্রদান ও আদায় কার্যক্রম সুষ্টুভাবে পরিচালনা করতে হবে।	১। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

(চলমান/৩)

(৩)

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রমসহ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলছে। তিনি জানান, তাঁর দপ্তরের আওতাধীন নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে: ১। ৫০তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন খেলাধুলা-২০২৩ ও পুরস্কার বিতরণ। ২। শিক্ষা জরিপ-২০২৩ কার্যক্রম চলমান। ৩। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওয়েব সাইট খোলার বিষয়ে প্রধানগনকে নির্দেশনা প্রধান। ৪। নির্ধারিত সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম চলমান; ৫। ২০২১ সালের ডিগ্রী পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স ৩য় বর্ষের পরিক্ষা কার্যক্রম চলমান; ৬। এইচএসসি/ এইচএসসি বিএম/ আলিম পরীক্ষা-২০২৩ চলমান; ৭। প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য শিক্ষকগণের এ্যানড্রয়েড সেটে e-mail ও facebook ব্যবহার চালু রাখা হয়েছে। ৮। ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চলমান; ৯। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্টান থেকে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তথ্য অনলাইনে আপলোড কার্যক্রম চলমান; ১০। নতুন কারিকুলাম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে;	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য গৃহীত কার্যক্রম এবং চলমান কার্যক্রমসমূহ যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে নিয়মিত বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়ী।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিস	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। তাঁর দপ্তর কর্তৃক সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে : ১। ২০২৩-২০২৪ চক্রের উপকারভোগীদের জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসের চাউল (খাদ্য শষ্য) বিতরণ প্রক্রিয়াধীন। ২। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত "মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন চলমান রয়েছে। ৩। অত্র কার্যালয়ে রাজস্ব ডব্লিউটিসি (সেলাই) প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ৪। অত্র উপজেলায় ৬টি ইউনিয়নে কিশোর-কিশোরী ক্লাব রয়েছে। উক্ত ৬টি ক্লাবে ৩০ জন করে মোট ১৮০ জন সদস্য রয়েছে।	সভায় আলোচনান্তে বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্তকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ফুলবাড়ী জোনাল অফিস	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ফুলবাড়ী জোনাল অফিস সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার বকেয়া আদায় কার্যক্রম চলছে। লাইফ লাইন গ্রাহক বেশি। এখানে ৮৮% লাইফ লাইন গ্রাহক রয়েছে। বিভাগীয় প্রধানকে দপ্তরের বিদ্যুৎ বকেয়া পরিশোধ করার জন্য ব্যক্তি পর্যায় বা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় সবাইকে অনুরোধ জানান। রাত্রি কালিন বিভিন্ন প্রকার বিদ্যুৎ চুরির অভিযান চলছে। বিদ্যুৎ সংক্রান্ত সমস্যা এবং সেবা সম্পর্কে সরাসরি জানানোর জন্য অনুরোধ জানান।	ফুলবাড়ী উপজেলায় সঠিকভাবে বিদ্যুৎ বিতরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য সভায় অনুরোধ করা হয়।	ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার, কুড়িগ্রাম-লালমনিরহাট পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ফুলবাড়ী জোনাল অফিস।
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। তাঁর বিভাগ কর্তৃক ঋণ বিতরণ ও আদায় যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলতি মাসে ৭৫,০০০/- টাকা ঋণ আদায় হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	কৃষক, পেশাজীবি, অতিদরিদ্র গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ কার্যক্রম চালু করতে হবে।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

(চলমান/৪)

(৪)

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস	উপজেলা শিক্ষা অফিসার সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। সহকারী শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক বদলি প্রক্রিয়া চলমান। তাঁর দপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে : ১। উপজেলা পর্যায়ের জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৩ এর কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়েছে। ২। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র মেরামতের কাজ চলমান রয়েছে; ৩। যে সকল বিদ্যালয়ের এস.এম.সি গঠন হয়নি, সে সকল বিদ্যালয়ের এস.এম.সি গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	বিভাগীয় কার্যক্রমসহ অন্যান্য কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বিদ্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করতে হবে।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক। তিনি জানান তাঁর বিভাগ কর্তৃক গত আগস্ট, ২০২৩ মাসে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়: ফুলবাড়ী উপজেলায় মোট সক্ষম দম্পতির সংখ্যা = ৪৩১৭০ জন, পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা = ৩৪৮৮৫ জন, এবং পদ্ধতি গ্রহণকারীর হার ৮০.৮১% ১। পুরুষ বন্ধ্যাকরণ-০০, ২। মহিলা বন্ধ্যাকরণ-০৭ জন; ৩। আইইউডি-৭৪ জন; ৪। ইমপ্লান-৫৪ জন, ৫। ইনজেকশন-৩০৭৮ জন, ৬। খাবার বড়ি ৮৭৭৮ জন; ৭। কনডম-২৮১ জন; ৮। মোট গর্ভবতী সংখ্যা- ১৩৩৪ জন; ৯। সেবা প্রাপ্ত গর্ভবতীর সংখ্যা ৯৮৩ জন, ১০। মোট প্রসব সংখ্যা-২২৮ জন; ১১। ০-০৫ বছরের শিশুর সেবা- ৬৭৯ জন; ১২। সাধারণ রোগীর সেবা-২৬৭০ জন। এছাড়াও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য কার্যক্রম আরো জোরদার করতে হবে।	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম
ফুলবাড়ী থানা	অফিসার ইনচার্জ, ফুলবাড়ী থানা সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। ফুলবাড়ী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। মাদক নির্মূল করার ব্যাপারে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও জন প্রতিনিধিদের সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান। প্রতিটি অভিভাবককে তাদের ছেলে মেয়েদের প্রতি নজর রাখার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১। মাদক প্রতিরোধের লক্ষ্যে পুলিশি অভিযান জোরদার করতে হবে। ২। ফুলবাড়ী বাজার হতে থানাগামী রাস্তায় দোকানের মালামাল যাতে না রাখে সে বিষয়ে দোকানদারগণকে সতর্ক করতে হবে।	১। অফিসার ইনচার্জ, ফুলবাড়ী থানা।
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর	উপসহকারী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে চলছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ভিত্তিক ২৪টি গভীর পানির উৎসের কাজ চলমান রয়েছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও সেনিটেশন প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি ভিত্তিক ৩৫টি গভীর পানির উৎসের কাজ চলমান রয়েছ। এ ছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় ৪টি পাবলিক টয়লেট, ৭টি কমিউনিটি ক্লিনিকের টয়লেট ও ৯টি হাত ধোয়া বেসিনের কাজ চলমান।	বিভাগীয় কার্যাবলীসহ গৃহীত প্রকল্পের কাজকর্ম দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপসহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

(৫)

উপজেলা সমাজসেবা অফিস	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা সভায় জানান যে, তাঁর বিভাগীয় কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে। ১। আগামী ২১-৩০ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে সকল ভাতাভোগী ও শিক্ষা উপবৃত্তির পে-রোল প্রদান করতে হবে বিধায় মৃত ভাতাভোগী, যাচাই-বাছাইকৃত তালিকা প্রেরণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দকে অনুরোধ জানান। ২। গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যালয়ের সামনের দুটি কড়াই ও দুটি নারিকেল গাছ ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে যা কিনা যেকোনো সময়ে কার্যালয়ের উপর ভেঙ্গে পরে অবর্ণনীয় ক্ষতি সাধন করতে পারে। বিধায় অনতিবিলম্বে গাছ গুলো কর্তন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহি অফিসারকে অনুরোধ জানান।	উপজেলা সমাজসেবা অফিস কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন ভাতা বিতরণ কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মো: হাছেন আলী, চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ সভাকে অবহিত করেন যে, গ্রাম আদালতসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে গ্রাম পুলিশ প্রয়োজন। চলমান বন্যায় নাওডাঙ্গা ইউনিয়নে গোরকমন্ডপ রাস্তা ভেঙ্গে গিয়েছে যা মেরামত করা হয়েছে এবং আরো ভেঙ্গে যাওয়া রাস্তা মেরামত করা প্রয়োজন। অত্র ইউনিয়নে মাদকের ব্যবহার তুলনামূলক বেশী হওয়ায় পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি করার জন্য অনুরোধ জানান। ফুলমতি মৌজার ইন্দুর ঘাটে বাঁশের তৈরি ব্রীজ ভেঙ্গে যাওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে তা দ্রুত মেরামত করার জন্য অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন রাস্তা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। মাদক প্রতিরোধে পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে ৩। আলোচনান্তে বর্ণিত ব্রিজটি নির্মাণের ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সভায় উপজেলা প্রকৌশলীকে অনুরোধ জানানো হলো।	১। চেয়ারম্যান, নাওডাঙ্গা ইউপি ২। উপজেলা প্রকৌশলী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ৩। অফিসার ইনচার্জ ফুলবাড়ী থানা।
বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মো: আতাউর রহমান, চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউনিয়ন পরিষদ সভাকে অবহিত করেন যে, তাঁর ইউনিয়ন পরিষদের সাথে বড়ভিটা উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত। সামান্য বৃষ্টির পানিতে ইউনিয়ন পরিষদ ও বিদ্যালয় মাঠে পানি জমে থাকে, ফলে চলাচলে দারুণভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তাছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ও উচ্চ বিদ্যালয় গামী রাস্তাটি মেরামত/পুন: নির্মাণ করা আশু প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন যে, তার ইউনিয়নে মাদক সেবনকারীদের আনাগোনা বাড়ছে সে কারণে বিভিন্ন প্রকার চুরির ঘটনা ঘটছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওসি, ফুলবাড়ী থানার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	১। বন্যা পরবর্তী বিভিন্ন রাস্তা সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২। মাদক প্রতিরোধে পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, বড়ভিটা ইউপি ২। উপজেলা প্রকৌশলী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ৩। অফিসার ইনচার্জ ফুলবাড়ী থানা।
শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ	জনাব মো: শরীফুল আলম মিয়া, চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ সভাকে অবহিত করেন যে, তার ইউনিয়নে ছোট ছোট ছেলে মাদক সেবনে আক্রান্ত হচ্ছে। মাদক নির্মূল করার জন্য সভায় অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	১। মাদক প্রতিরোধে পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে	১। চেয়ারম্যান, শিমুলবাড়ী ইউপি। ২। অফিসার ইনচার্জ ফুলবাড়ী থানা।
ভাইস-চেয়ারম্যান	জনাব মো: আব্দুল লতিফ, ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভাকে অবহিত করেন যে, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ স্থানীয় সরকার বিভাগের স্থানীয় সরকার দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সকল জনপ্রতিনিধিদের আন্তরিকতার সহিত দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করেন।	সভায় দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা জনগণের মাঝে তুলে ধরার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সকল জন প্রতিনিধি

মাননীয় সংসদ সদস্য মহোদয়ের প্রতিনিধি	বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মো: আজিজার রহমান সভাকে অবহিত করেন যে, মাদক প্রবণ এলাকাগুলো মাদক বিরোধী জনসচেতনা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাদক প্রতিরোধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।	মাদক প্রতিরোধের লক্ষ্যে জনসচেতনা বৃদ্ধি সহ পুলিশি অভিযান জোরদার করতে হবে।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ৩। অফিসার ইনচার্জ ফুলবাড়ী থানা।
চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ	সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ গোলাম রব্বানী সরকার, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ জানান যে, ফুলবাড়ী বাজারে পুরাতন ০১ (এক)টি হাটসেড নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করার জন্য উপজেলা প্রকৌশলীকে প্রাক্কলন তৈরি করতে অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	ফুলবাড়ী বাজারে পুরাতন ০১ (এক) টি হাটসেড নিলামের জন্য উপজেলা প্রকৌশলী প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।	উপজেলা প্রকৌশলী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
উপজেলা পরিষদের বিবিধ আলোচনা	(ক) উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ ও আনসার সেডে ব্যবহৃত সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসের মোট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২০,৯৯৭/-(বিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই) টাকার বিল অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।	উপজেলা চেয়ারম্যানের কার্যালয়, চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ ও আনসার সেডে ব্যবহৃত সেপ্টেম্বর/২০২৩ মাসের মোট বিদ্যুৎ বিল বাবদ ২০,৯৯৭/-(বিশ হাজার নয়শত সাতানব্বই) টাকার বিল সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	(খ) উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল গঠন ও ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০ এর ৩(গ) অনুচ্ছেদ মোতাবেক উপজেলা পরিষদের যানবাহন মেরামত করে ২৯,৭০০/-(উনত্রিশ হাজার সাতশত) টাকার বিল/ভাউচার দাখিল করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা পরিষদের জীপগাড়ী মেরামত বাবদ ব্যয়কৃত = ২৯,৭০০/- (উনত্রিশ হাজার সাতশত) টাকার বিল সভায় অনুমোদিত হয় এবং উক্ত ব্যয় উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে নির্বাহ করার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	(গ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় জানান যে, নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কান্দাপাড়া বানিদাহ নদীর উপর ০১টি বাঁশের সাঁকো দেয়া অত্যান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। অতিবৃষ্টির ফলে নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসাধারনের চলাচল করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়ের একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সরেজমিনে গিয়ে দেখার জন্য বলা হলে তিনি জানান যে, জনসাধারনের চলাচলের জন্য ০১টি বাঁশের সাঁকো দেয়া যেতে পারে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা-২০২০ এর অপ্রত্যাশিত খাত হতে ৫০,০০০/- টাকা দ্বারা কান্দাপাড়া বানিদাহ নদীর উপর বাঁশের সাঁকো নির্মাণের প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কান্দাপাড়া বানিদাহ নদীর উপর ০১টি বাঁশের সাঁকো নিম্নোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে নির্মাণের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের নাম : নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডের কান্দাপাড়া বানিদাহ নদীর উপর ০১টি বাশের সাঁকো নির্মাণ। প্রাক্কলিত মূল্য=৫০,০০০/- টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি : ১। মো: সহিদুল ইসলাম, ইউপি সদস্য,নাওডাঙ্গা — সভাপতি ২। মো: সহিদার রহমান, শিক্ষক — সদস্য ৩। মো: কেফায়েত হোসেন, ঈমাম — সদস্য ৪। মো: সবুর মিয়া, গন্যমান্য — সদস্য ৫। মো: মজিবর রহমান (বাবু), ইউপি সদস্য — সদস্য-সচিব	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ৩। উপজেলা প্রকৌশলী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

উপজেলা পরিষদের বিবিধ আলোচনা	(ঘ) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ সভায় আরো জানান যে, নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের কিশামত শিমুলবাড়ী বানিদাহ নদীর উপর ০১টি বাঁশের সাঁকো ও বালারহাট বাজারে গরুহাটি হতে বন্ধন এর দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ইটের খোয়া ও রাবিশ দ্বারা উন্নয়ন করা না হলে জনসাধারনের চলাচল করা খুবই কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এই প্রেক্ষিতে উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয়ের একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীকে সরেজমিনে গিয়ে দেখার জন্য বলা হলে তিনি জানান যে, জনসাধারনের চলাচলের জন্য ০১টি বাঁশের সাঁকো ও গরুহাটি রাস্তাটি খোয়া ও রাবিশ দ্বারা উন্নয়ন করা যেতে পারে। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল নির্দেশিকা-২০২০ এর অপ্রত্যাশিত খাত হতে (২৫,০০০+৩০,০০০) = ৫৫,০০০/- টাকা দ্বারা কিশামত শিমুলবাড়ী বানিদাহ নদীর উপর বাঁশের সাঁকো ও বালারহাট বাজারে গরুহাটি হতে বন্ধন এর দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ইটের খোয়া ও রাবিশ দ্বারা উন্নয়নকরণে প্রস্তাব করেন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ডের কিশামত শিমুলবাড়ী বানিদাহ নদীর উপর ০১টি বাঁশের সাঁকো ও বালারহাট বাজারে গরুহাটি হতে বন্ধন এর দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ইটের খোয়া ও রাবিশ দ্বারা উন্নয়নকরণ নিম্নোক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে সম্পন্নকরণে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্পের নাম : ৬ নং ওয়ার্ডের কিশামত শিমুলবাড়ী বানিদাহ নদীর উপর ০১টি বাঁশের সাঁকো ও বালারহাট বাজারে গরুহাটি হতে বন্ধন এর দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ইটের খোয়া ও রাবিশ দ্বারা উন্নয়নকরণ । প্রাক্কলিত মূল্য=(২৫,০০০+৩০,০০০) = ৫৫,০০০/-টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি : ১। মো: রাশেদুল ইসলাম, ইউপি সদস্য, নাওডাঙ্গা — সভাপতি ২। মো: আ: ছাত্তার মিয়া, শিক্ষক — সদস্য ৩। মো: আবের আলী, ঈমাম — সদস্য ৪। শ্রী পুনিল চন্দ্র, গন্যমান্য — সদস্য ৫। মো: লোকমান পাটোয়ারি, গন্যমান্য — সদস্য-সচিব	১। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী ২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ৩। উপজেলা প্রকৌশলী ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	(ঙ) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের অফিসে ব্যবহারের জন্য সিএ-কাম- স্টেনো এর জুলাই ২০২৩ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ৩(তিন) মাসের ইন্টারনেট বিল বাবদ ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে পরিশোধ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে ইন্টারনেট বিল বাবদ ১,৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	(চ) সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসে উপজেলা পরিষদ সভা, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানগণ এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাসহ অন্যান্য আপ্যায়ন বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে আপ্যায়ন বিল বাবদ ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।
	(ছ) সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাসে উপজেলা পরিষদ অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি দ্রব্যাদি ক্রয় বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে ব্যয় করা হয়েছে। ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে অফিস সামগ্রী ও স্টেশনারি বিল বাবদ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা প্রদানের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম। ২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

অত:পর সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: গোলাম রব্বানী সরকার)
সভাপতি
উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ
ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম।

WE ARE
STRONGER
TOGETHER